বাঙ্গলা কাব্য

প্রেমতত্ত্ব সার

শ্রীশশিকুমারশর্ম্মচট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

"বিদ্বৎসু সৎকবিবচোলভতে প্রকাশং,
ক্ষারেষু কুট্মল সমং ভুবনজ্জড়েষু ॥"

চব্বিশ পরগণা

চাঙ্গড়িপোতা বাঙ্গালাযন্ত্রে

মুদ্রিত

মূল্য এক টাকা মাত্র।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সরকার

মহাশয়েষু।

আমি বাল্যকাল হইতে আপনকার বিশুদ্ধ চিরসৌহার্দ্দে বদ্ধ, কি প্রণয় নাশক আপদ, কি সামাজিক বন্ধন, কিছুতেই আমাদের স্থির চিত্ত বৃত্তি বিচলিত করিতেপারে নাই, আর সময়ে সময়ে মহাশয় যে সকল প্রীতিগর্ভ প্রণয়ব্যবহার দ্বারা আমার হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিয়াছেন তাহা এক্ষণে কৃতজ্ঞতারসে মিশ্রিত হইয়া একেবারে ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় পদার্থের ন্যায় উথলিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই উপাখ্যান ভাগ আপনকার বিশুদ্ধ প্রণয়ে অর্পণ করিতে বাধিত হইলাম।

শ্রীশশিকুমার শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনাসম্বন্ধে আমি অনেক যত্ন পাইয়াছি, কিন্তু ইহার লালিত্য ও মাধুর্য্যবিষয়ে কি করিয়াছি, কিছুই জানি না। আমি নিতান্ত নূতন ব্রতী, এমন কি, ইহার পূর্ব্বে রচনা অতি অল্প করিয়াছি, সেও কেবল পংক্তি গণনা মাত্র। এতন্নিবন্ধন অবশ্য ভরসা করিতে পারি, সজ্জন মাত্রেই আমার দোষ পরিহার করিবেন। এক্ষণে দেখা যাউক, বিশুদ্ধ প্রেম লীলা দ্বারা আমাদের নায়ক নায়িকা সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারেন কি না; যদি পারেন, তবে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিতে আর বাধা কি? অনিত্য প্রেমে নিত্য প্রেমের স্রোত না থাকিলে তাহা কখনই সুখকর হয় না; সুতরাং প্রেমরস ও পরমার্থরস উভয় রসকেই এক স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কাব্য কলা আলোচনা যে কিরূপ রমণীয় তাহা সকলেই জানেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি সেই অলৌকিক সুখ (যে সুখকে জীবনের এক মাত্র প্রধান সুখ বলিয়া অবধারণ করিয়াছি) নানা কারণনিবন্ধন পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইলাম। কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে অনেক উপকার করিয়াছেন ইতি।

নিবাস কুকুটীয়া, থানা শ্রীনগর, জেলা ঢাকা

শ্রীশশিকুমার শর্ম্ম চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গলা কাব্য।

প্রেমতত্ত্বসার ।

কোথা সুধাময়ি অয়ি দেবি বিনোদিনি।
ভাবুক জননি মাতঃ ভাব প্রসবিনি ॥
সুভাব ভূষিত পরি সুনীতি বসন।
কবিজন হৃদাসনে বিরাজ যখন ॥
কি ছার লাবণ্যরাজি কমলা ধারণ।
করেন শোভেন যবে কমল আসন ॥
মনোহররূপধর তব পক্ষ দ্বয়।
ভাবভর চারুতর রূপে যবে রয় ॥
ছার ব্যোমগামী সেই বিহগ প্রধান।
কত শোভা মাতঃ জগন্নাথ নীচে পান ॥
বিজন বিপিনে কভু, কভু হিমাচলে।
তুষার পূরিত শ্বেত কন্দর বিরলে ॥
গভীর জলধি জলে, তটিনী কল্লোলে।
নির্ঝর নিবিড়ে কভু মরুত হিল্লোলে ॥
ধ্যানে থাক মৌনভাবে ভাবকূপে পশি।
সৃষ্টি হেতু নব যেন ধাতা ভাবে বসি ॥
স্বর্গে থাকি দেখ অধে সর্ব্বদর্শি তুমি।
কভু দেখ অধে থাকি সেই স্বর্গভূমি ॥

নিরিখ নীরদে থাকি নীরের পতন।
জলধির কোলে গণ কখন রতন॥
কখন বিরাজ সুখে নন্দন কাননে।
কত রূপ দেও তারে মানসে যতনে।
নাহি অগোচর তব অসাধ্য সংসারে।
নাম ধাম দিতে পার আকাশ অসারে।
নাহি অগোচর তব যদি কিছু ভবে।
তব শিষ্যে দয়া কর দয়াময়ি তবে॥
নত শিরে বলি মাতঃ যথা তথা বহ।
মানসে বিকাস আসি বেশ ভূষা সহ।
ভূত ভাবী সব তব ভাসিছে নয়নে।
এস মাতঃ বোস উড়ি মানস আসনে॥
দয়া করি বল মোরে প্রফুল্ল বদনে।
প্রমদ প্রমদা প্রেম করিল কেমনে॥
কেমনে বিশুদ্ধ প্রেম লীলা প্রকাশিল।
নীতি গত প্রেম তত্ত্ব সুধা বিস্তারিল॥
কহ কহ মাতঃ এই ললিত ভারতী।
প্রাণ বাসনা তব চরণে প্রণতি॥

জয়পুর দেবপুর জিনি রম্য স্থান।
জয় নামে নরপতি গুণের নিধান॥
বাস করে কুলে শীলে ধনে মানে তথা।

রঘু কুল চূড়ামণি বীরবর যথা ॥
প্রবল প্রতাপ রাজা তপন প্রখর ।
নাশিতে কুরীতি রূপ তিমির নিকর ॥
উদয় ভূতলে যেন, বহু পরাক্রমে ।
সভ্যতা সাধেন মনোমত ক্রমে ক্রমে ॥
অভ্র-ভেদি শৈল শির ত্যজি তরু দল ।
উন্নত মস্তকে উঠে যথায় প্রবল ॥
প্রশাসনে রাজগণ তথা নত শির ।
বিভাকর করে যথা তারকা বাজির ।
বিরল ধরাতে অতি হেন গুণ ধর ।
হৃদি দয়া মায়া বীর রসের আকর ॥
সুশাসনে প্রজা লোক যেন সুর লোক
অহরহ বাড়তেছে প্রেম সুধালোক ॥
যাগ জপ তপ হোম হইতেছে কত ।
দ্বিজ সব বেদরব করে অবিরত ।
পুলক পূরিত সদা জয় রাজধানী ।
ম লন বিহীনসুখ তাতে রাজরাণী ॥
অপত্য জনিত সুখ বঞ্চিত বিভোগে ।
শকাতর কলেবর সেই দুখ রোগে ॥

——••——

একদা সভাতে জয়, সহ প্রজা দল চয়,
বসিয়াছে বসুন্ধরা পতি ।

বেষ্টিত অমাত্য গণে, গগনে তারকা সনে,
নিশিতে যথায় নিশাপতি ॥
শশাঙ্ক কিরণ পাশে, যথা নিশাতম নাশে,
তমিস্রা পিশাচ দূরে যায়।
ভূপতি বোধেন্দু করে, তম মদ নাশ করে,
কাম মোহ লোভ লোপ পায় ॥
সুখ মন সভাজন, রাজ মুখ বিলোকন,
করে অনিমিষে চেয়ে রয়।
যথা মুনি একমনে, শোনাই ভূধরবনে,
শুনে পরমেশ নীতিচয় ॥
রাজ কাজ এই রূপ, করিছেন জয়ভূপ,
পক্ষপাত পরিহীন মন ॥
রাণীর সুপ্রিয় দাসী, হেন কালে তথা আসি,
অতিবড় মলিন বদন ॥
কর যোড়ে নত শিরে, বলে অতি ধীরে ধীরে,
নরনাথ করি নিবেদন।
অদ্ভুত ঘটনা অতি কভু বুঝি নরপতি,
হেন নাহি করেন লোকন ॥
আজ রাজ মহারাণী, না জানি কি মনে জানি
অকস্মাৎ ভূতলে পতিত।
সুমলিন মুখ শশী, ধরাতলে পড়ে খসি,
যেন চাঁদ কলঙ্কে জড়িত ॥

শুনি নিদারুণ বাণী, ভূতলে পতিতা রাণী
অশনি অমনি পড়ে শিরে।
ব্যাকুল ব্যথিত মনে, চলিলেন দাসীসনে,
দেখিতে সে প্রাণ প্রেয়সীরে॥
স্থির বিদ্যুল্লতাবৎ, মৃত কল্প যুগপৎ
শ্বাস হীন পড়ি ধরা পরে।
দেখি ভূপ ভূগমতি, সভয় মানস অতি,
বসেন প্রিয়াকে ধরি করে॥
একে দুঃখ পরন্তর, আঁখি ঝরে ঝর ঝর,
নিরুপম রূপ তাতে কিবা।
দিনেশ নিকর কর, ছেদি যথা মেঘবর,
আকাশে বিকাশে নিজ বিভা॥
দুঃখোচিত সকাতরে, অতিপ্রিয় মধুস্বরে,
নৃপবর বারবার বলে।
উঠ সতি ! ক্ষম দোষ, পতি বলি ছাড় রোষ,
জ্বলে চিত্ত আঁখি দেখি জলে॥
প্রিয়ে হিয়ে বিদরয়, কুশশয্যা কি সহ্য হয়
পদ্মসম কোমল শরীরে।
ওঠ প্রিয়ে কথা বল, কেন করিয়াছ ছল,
কেন ভাসিতেছ আঁখি নীরে॥
বসতি বিষাদ হ্রদে, কি পাব রাজার পদে,
পদে পদে বিপদ আমার।

নবনীত পয়ঃপর,　　ললিত কোকিল স্বর,
দিক সুধ নিষাদের পর ॥
ছি ছি প্রিয়ে রাখ বাণী　　নেও মম কথা মানি
কেন মিছে করিছ অহিত ।
যদি নাহি ছাড় ছলে,　　প্রবল বিরহানলে
ছারখার হইব নিশ্চিত ।

প্রাণনাথ মিছে কেন খেদ কর ;
কেন মিছে মনানলে চাল হবি ॥
জ্বেল না জ্বেল না প্রণতি চরণে
করুণা করিয়া ক্ষম দীনজনে ॥
কি সাধে বিষাদে মদ গর্ব্বে মজি
জীবিতেশ এবেশ অপূর্ব্বভূষা ॥
পরি কাল হরি যেন সুখ লেশ ।
নাহি বিষাদ পূরিত এ- অদে ॥
কি করে ধন মান বিপুল পেলে ।
কি করে আহারে নানাবিধ ঘটা ॥
কি কি লাবণ্যে রমণী নিকরে ।
অপত্য বিহীনা হয় তারা যদি ॥
ফল কি বিফলে ধরিয়া জীবনে
যদি পুত্র শশী মুখ না হেরিবে ।

সুকুমার কলিকা কমল কায়া।
আহা পুত্র নিধি সু[illegible]ধার কিবা॥
পয়ঃপান করে অনিমিষে দেখি।
সুধাধার কিবা আহা পুত্র নিধি॥
করে কেলি নাহি [illegible] পা পয়নে
আহা পুত্র নিধি সুধাধার কিবা॥
ভুরুভালে [illegible] শোভে সীস কাটি
সুধাধার কিবা আহা পুত্র নিধি॥
[illegible] পায়ে চলে মন্দ মুখে হাসি
আহা পুত্র নিধি সুধাধার কিবা॥
আধ আধ ভাষে [illegible] কোলে বসি
সুধাধার কিবা আহা পুত্রনিধি॥
গরলে বা জলে কিম্বা অনলে।
মরিব মরিব আমি পুত্র লাগি॥
ঘোষ নন্দ জায়া দুখিনী যশোদা
কত বার ত্যজে দেহ পুত্র তরে॥
শিবানী পাষাণী এই পুত্র পেতে
যাতনা শরীরে সহিলেক কত॥
কত যাগ হোম তপ জপ করে।
কত বা রহিছে দ্বারে আঁখিনীর॥
অভাগিনী আমি কি করেছি আহা।
বৃথা রাজ ভোগে দেহ পুষ্ট করি॥

বৃথা কাটি কাল বেশ ভুষা নিয়ে
যত প্রিয় সহচরী গণ সহ ॥
বিনা পুত্র প্রভুত বিভোগ বৃথা ।
কলি কাল যথা শিরে বজ্র ধরে ।
কিন্তু উপকারী দেখ পুত্র নিধি ।
ধরি দেহে জরা হরে পিতৃ জরা
সুখ ধাম ধরা যদি পুত্র থাকে ।
নৈলে নিশাময়ী সুখ দুখ ধরা

এমন সময়ে সন্ধ্যা।

উপস্থিত।

অস্তাচলে ভানুচলে তামসী উদয় ।
কালিমা ময় ধরা প্রদোষ সময় ।
গন্ধবহ মন্দ মন্দ সর সর স্বরে ।
ঈশ গুণ গান করে বিটপী নিকরে ॥
ব্যগ্র চিতে চারি ভিতে করি কল কল
নীড় পানে ব্যোমযানে চলে পাখি দল ॥
বিমানে ললিত তানে বিহগ নিচয় ।
জগদীশ গুণ গায় প্রফুল্ল হৃদয় ॥
উঠিল গগনে তারা হীরা সারি সারি ।
পরিল প্রকৃতি যেন তারাপলী শাড়ি ॥
অনাথিনী কুমুদিনী নিশানাথ তরে ।

থাকি সুখে মনোদুখে ছিল সরোবরে ॥
প্রাণেশ কোমল কর লাগে যবে গায় ।
সঞ্জীবনী বলে যথা শব প্রাণ পায় ॥
ওঠে কুমুদিনী খুলি মুখ আবরণ ।
সুধাকরে সুধা দান করে সুপ্রসন্ন ॥
হেথা নৃপমণি দেখি দিনমণি গত ।
বাহিরে গেলেন দুখে মন অবনত ॥
ক্রমে সুখ গত রাণী ফেলে আঁখি নীর
অন্তরে ধীরে ধীরে আসেন বাহির ॥
অবশ অলস দেহ বিরস হৃদয় ।
মেঘ দল টুটি যেন রোহিণী উদয় ॥
ধরা যথা ঘোরতর ঘন ঘটা পরে ।
শ্যামল বিমল শোভা চারু দেহ ধরে ॥
লাবণ্য ললিত শোভা রূপের মাধুরী ।
ধরি রসে রাণী সুখে ভাসে রাজ পুরী ॥
নরপতি দরাগতে কার্য্য সমাপিয়া ।
চলেন রাণীর কাছে জুড়াইতে হিয়া ॥
অতি বড় সমাদরে উঠি রাজ-রাণী ।
প্রাণেশে সুভাষে করে করে ধরি বাণী ॥
নৃপ হে অদ্য বড় মম ভাগ্যোদয় ;
এস এস বোস নাথ বল অনাময় ॥
সুকঠিন রাজধর্ম্ম বড় মহারাজ ।

বল ভাল রূপ রক্ষা পেল কি না আজ ॥
সুধালে কি সুধামুখি কি বলিলে ভাষ।
বুঝিতে না পারি আমি ইহার আভাস ॥
সব অনাময়ময় মন সুখী হলে।
ধর্ম্ম থাকে সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম বলে ॥
অপত্য কারণে আজ পাগলিনী প্রায়।
ভুমি পড়ি কত ধুলা মাখিয়াছ গায় ॥
কতবা দেখেছি আমি ধরি ভব করে।
উঠিলে না তবু পড়ি ছিলে ভুমি পরে ॥
বিমোহিত নরমন খেলেনা মগন ॥
ছেলে খেলা নিয়ে সদা থাকে অচেতন ॥
ভাবে না ভাবে না ইহা ভাঙ্গি যাবে পরে।
কত দুখ কত শোক পাবে এর তরে ॥
সাজায় সে দেহ কত রতন ভূষণে।
ভাবে না ভাবে না ইহা মিশিবে ভু সনে ॥
জনম মরণ হীন বিহীন বিকার।
নিরাময় যিনি বিশ্ব ভূতের আধার ॥
দেহেতে মাখিলে যাঁর প্রণয় চন্দন।
বিরহ বেদনা ভয় না হয় কখন ॥
সেই ধনে এক
যাহা দেন তিনি তাহা ভাব বিলক্ষণ ॥

রজনী প্রভাত।

রজনী হইল শেষ দেব দিনমণি।
প্রকাশে লোহিত রাগে গগনে অমনি॥
তামসী সভয় চিত যাহার প্রভাতে।
লুকান তিমির দেহ অমনি প্রভাতে॥
বসন্ত প্রদোষ মৃদু মলয় পবন।
সুরাগ ভূষিত দেহ করে বিচরণ॥
ললিত মধুর স্বরে বিভুগুণ স্মরে।
জ্ঞান হীন নরে বলে সর সর করে।
প্রকৃতি চেতন হীন বিহীন জীবন।
ছিল নিশি যোগে এবে জগত জীবন।
প্রাণ দান দিয়ে কাণে বলে গূঢ় রবে।
প্রকাশ মহেশ লীলা মিলি এবে সবে॥
অমনি ধরিয়া বেশ প্রসূন নিকরে।
ধরার সুচারুদেহে চারু শোভা ধরে॥
অমনি বিহগচয় দিব্যরাগ ধরি।
পরমেশ গুণ গায় কলরব করি॥
অমনি কৃষক বলি রাতি পোহাইল।
ব সপরি হল ধরি মাঠেতে ধাইল॥
অমনি বিহীন রব মহীরুহ দল।
নিশির শিশির ছলে ফেলে আঁখি জল॥
প্রকৃতির শম ধাম শুনি নরপতি।

ঈশনাম বদন মুখে উঠে বেগ গতি ॥
পরিধান করি যথা যোগ্য রাজবেশ ।
পুলকিত মনে যান সভাতে নরেশ ॥
উচিত বিহিত মতে করি সমাদর ।
গ্রহণ করেন সবে জয় ভূপ বর ॥
রীতি মত রাজ কাজ আলোচনা করি ।
পালিছেন সুখে প্রজা সুবিচার ধরি ॥
কাম মোহ লোভ দর্প যত রিপুগণ ।
যে কারণে নর মন কলহ মগন ॥
নরম থরম ধরি তম ভাব ছাড়ি ।
দীন বেশে আছে তথা হীন ভাব ধারী ॥
কে কোথা শুনেছে জ্বলে সমর অনল ।
স্থিরতর রূপে ধর্ম্ম যথায় অটল ॥
কে কোথা শুনেছে রোগ পাপ পিশাচাদি
নিয়ম নিপুণ জনে হয় প্রতিবাদী ।
অজ্ঞান তিমির চয় কে কোথা শুনেছে ।
বিদ্যার শোভন রূপ লাবণ্য ঢেকেছে ॥
এই ধরা ধামে সুখ ধর্ম্মের আগার ।
জয় পুর তুল্য ভূমি নাহি কোথা আর ॥

একদা প্রভাতে, আছেন সভাতে,
বসিয়া বসুধাপতি ।

সহ প্রজাদলে, হাসি কুতূহলে
চিত আনন্দিত অতি ॥
প্রিয় এক দাসী, হেন কালে আসি,
বলে যোড় পুট করে।
আজ নরমণি, সুখ দিনমণি,
উদয় তোমার ঘরে ॥
এত দিন পরে, বুঝি তব ঘরে,
হইবে মঙ্গল রব।
এত দিন পরে, বুঝি তব পরে,
সদয় হইল ভব ॥
রাজ সুত মুখ, দেখি চির দুখ,
ঘুচিয়া যাইবে দূরে।
সুখেতে হাসিব, পুলকে ভাসিব,
মোরা সব রাজপুরি ॥
জলধির জলে, কত বলে চলে,
কত উথলিত হয়।
শুভ বিবরণে, শুনি রাজ মনে,
বেগেতে যে সুখ বয় ॥
তুলনে কি কাজ, সহ সুখরাজ
সাধারণ সুখচয়।
বাস বৃন্দাবন, রম্য উপবন,
বলিলে কি মান হয়।

মণি মরকত, কত শত শত,
দান করে অকাতরে।
রতন আকর, ধনের ঈশ্বর,
কত ধন কোষে ধরে ॥
সদা সুখ বয়, সব সুখময়,
সকলে কুশল পায়।
জিনি বিদ্যাধরী, বেশ ভূষা করি,
নাচিতেছে নায়িকায় ॥
বাদ্য মনোহর, প্রহরে প্রহর,
রাজার ভবনে বাজে।
দীন শত শত, খাইছে সতত,
আশিষ করিছে রাজে ॥
আনন্দবাজার, ভবন রাজার,
সদা সুখ বেচা কিনা।
অমর ভবন, সন্দেহ এমন,
সদা সুখ আছে কি না ॥
মধুর নবীন, লাবণ্য প্রবীণ,
চারু দেহে রাণী ধরে।
দেখি সেই রূপ, এক দিন ভূপ,
ধরিয়া রাণীর করে ॥
বলে শুন প্রিয়ে, কেন তব হিয়ে,
সতত সুখেতে রত।

কেন তব মুখ, বিরাজিত সুখ,
পূরিত পুলকে শত ॥
যে চারু নয়ন, পূরিত জীবন,
সজীবতা হীন ছিল।
নাহি পাই ভেবে, কেবা তাতে এবে,
প্রেম মদ মাখি দিল ॥
ছাড়িয়া ভূষণে, পতিত ভূ সনে,
ছিল যেই কলেবর।
কেন তাহা প্রিয়ে, দেহ রাগ নিয়ে,
শোভা পায় চারুতর ॥
রমণীর ছল, বড় গূঢ় কল,
বুঝি না কি খেলা খেলে।
জলকে অনল, শবকে সচল,
করিতে পারেন হেলে ॥
মৃদু হাসি রাণী, সুমধুর বাণী,
কহে নরমণি প্রতি।
কেন মহারাজ, না জ এত আজ,
চাতুরী করিছ অতি ॥
অপত্যের তরে, কে বা না কি করে,
কেবা না কি পথ ধরে।
অসহ্য যাতনা, কত বা তাড়না,
কত দুখ ভোগ করে ॥

থাক সুকৌশলে, মিলিয়া সকলে,
সতত আমোদে রত।
পূর্ণ দশ মাস, পূর্ণ হল আশ,
পুর বাসিজন যত ॥

সুখ পারাবারে সব রাজ পরিবার।
অপত্য রতন আশে মজি অনিবার॥
পুলকিত চিত যত রাজ পুর জন।
মহিষীর মুখশশী করে দরশন॥
জাহ্নবী প্রসূতি সতী গিরিশ রমণী।
আরাধন ধন সুর রমণীর মণি।
কলুষ নাশিনী গঙ্গা ধরিল উদরে।
কত শোভা কত সুখ গিরিরাজ ঘরে॥
ততোধিক জয়পুরে শোভা মনোহর।
গিরিজায়া জিনি ভূপজায়ার আদর।
দিবস যামিনী রাণী সখীগণ সহ।
আনন্দ প্রবাহে সুখে ভাসে অহরহঃ॥
কি কাজ রচিয়া সুখ অধিক প্রমাণে।
বুঝিবে সে অতিশয় সহজ বিধানে॥
অপত্য রহিত যিনি সন্তান কারণ।
জিম্বা জিনি পেয়েছেন অসীম যাতন॥
অরুণ উদয় কাল অতি মনোরম।

দুহিতা প্রসবে রাণী রূপ নিরুপম ॥
অমনি বারতা নিয়ে পুর জন যত ।
ভূপতি নিকটে শির করি অবনত ॥
করযোড়ে বলে নিবেদন মহারাজ ।
শুভ নিশি পোহাইল দেখ তব আজ ॥
নিরুপমা রূপবতী সুবর্ণ বরণা ।
প্রসূত হয়েছে অদ্য একটী ললনা ॥
নৃমণি অমনি মণি মুকুতাদি যত ।
অকাতরে দান করে বদান্যতা মত ॥
সুখমতি নরপতি করেন গমন ।
জুড়াইতে আঁখি চিত রাণীর সদন ॥
অহো ! কিবা শোভা সতী বসি খাটপরে ।
মৃদু হাসি সুখে ভাসি প্রসারিয়া করে ॥
সমাদরে কোলে করি ধরি পয়োধরে ।
মন সাধে কত দেন চুম্বিতা অধরে ॥
জয়পুরের ঘরে ঘরে সদা জয় রব ।
সুখেতে মগন মন জয়বাসী সব ॥
অহরহ সমারোহ হয় সঞ্চার ।
সুবিধা করিছে দ্বিজ শত শত তায় ॥
ভূপতির যেই মর্ম ছিল ঈশ পাদে ।
অধোনত এবে তাহা অনুরাগে ॥

জয় ভূপ কন্যারূপ দেখি সুখী মনে ।
সভা মাঝে নানা সাজে সব প্রজা গণে ॥
বুকে করি সাধ ভরি রাখে অনুক্ষণ ।
যেন হেম ধন করে নাহি বিলোকন ॥
তুষার শোভিত সেই হিমের আলয় ।
পয়ঃ শ্বেত কলেবর মনুজ নিচয় ॥
তপন কিরণ দেখি যথা সুখে ভাসে
কত ভাবে কত সাধে ভজে তমোনাশে ॥
অপত্য বিহীন নৃপ দুখতম ঘোর ।
দুহিতা প্রকাশে নাশে তেঁই নিশি ভোর ॥
তেঁই মন সাধে সবে জয়পুর বাসে ।
রাজ দুহিতাকে মনোমত ভাল বাসে ॥
প্রমদা রাখেন নাম জয় কুতূহলে ।
বাহির করিতে নারে নয়নের পলে ॥
দ্বাদশ বৎসর আসি ক্রমেতে উদয় ।
বাড়েন প্রমদা রূপ গুণের নিলয় ॥
গুণের ভূষণ সেই স্বভাব বিমল ।
শোভিল সে নৃপেশ্বর মানস সরল ॥
ভূলোকে [illegible] নাহি তুল কোথা পাই ।
কোথাও এমন [illegible] রূপে গুণ নাই ।
গগনে যেমন [illegible] সুধাকর ।
[illegible] আর [illegible] বহুতর ॥

তুলনার স্থল বটে কিন্তু সম নহে ।
দোষে গুণে তারা সব কে না তাহা কহে ।
শশির পীযূষ ময় কমনীয় করে ।
শীতল করিতে নারে বিরহ নিকরে ॥
বটে বটে চারু রূপ ভুবন মোহন ।
অপবাদে কভু নহে সেরূপ মোচন ।
পনর দিবস যার যৌবন বিভব ।
কিসের গৌরব তার কিসের গৌরব ॥
কে কবে দেখেছে সুধা আছে সুধাকরে ।
অপরূপ সুধাকূপ প্রমদা অধরে ॥
মলিন কুরূপ অতি পিকবর অলি ।
কিছু মান আছে রব সুললিত বলি ॥
কিন্তু ডালে পিক যবে করে কুহু কুহু ।
বিরহ তাপিত মন করে উহু উহু ॥
গুণ গুণ রব করে ভ্রমর নিকর ।
মনাগুণ শত গুণ প্রবল প্রখর ॥
করিলাম যে সকল দোষের ঘোষণ ।
সব দোষ লেশ হীন প্রমদা রতন ॥
প্রথমে প্রমদা নাশে বিরহ প্রবল ।
রূপে জুড়াইতে পারে নয়ন যুগল ॥
সুললিত স্বরে মন পুলকিত করে ।
স্বভাব তাহাতে আরো [illegible]

কিরূপে পারেন জ্ঞান মনীষী সুজন।
ভাবনা সাগরে ভূপ হলেন মগন।
বিচরণ করি পরে স্বদেশ বিদেশ।
আনেন সুযোগ্য এক পণ্ডিত নরেশ।
জানিলেন তাঁর সনে করি আলাপন।
গুণেতে নিপুণ অতি নীতি পরায়ণ॥
জনমে ভূপতি মনে আনন্দ অপার।
অর্পণ করেন দুহিতায় শিক্ষা ভার॥

প্রফুল্ল অন্তর, প্রতি নিরন্তর,
মনীষী সুবর, রাজার ঘরে।
অতি সমাদরে, জ্ঞান খর করে,
অজ্ঞান নিকরে, বিনাশ করে॥
শিখে অগণন, সকলেরি মন,
মানস শোভন, যতনে করে।
কিন্তু কেবা করে, নীতি বিনে ভবে,
বিজ্ঞান গুরুর সুখ তিপরে॥
ভীষণ প্রখর, প্রবৃত্তি নিকর,
সামঞ্জস্যতর কৌশলে করি।
সুনীতি ভূষণ দিতা
জ্ঞানের সুফল উচিত ধরি॥
নীচ ছাড়ি জার চাকের আকার

মন অনিবার ঘোরে কুরথে।
নহে মন লীন ধৈরয বিহীন
অসহ প্রবীণ উন্নতি পথে ॥
অবহেলা ভাবে রাখে হীন ভাবে
অনেকে স্বভাবে অবজ্ঞা করি।
স্বভাব নিকৃষ্ট জ্ঞানের দোসর
লোক বহুতর বোঝে না মরি ॥
পণ্ডিত সুজন এই সে কারণ
স্বভাব শোধন করিয়া আগে।
প্রমদাকে দান করিছেন জ্ঞান
করিতে প্রধান রমণী ভাগে ॥
সুখে অতিশয় ধর্ম্মশাস্ত্র চয়
সংসার বিষয় শিখিছে ধনী।
করেন প্রদান শারীর বিধান
প্রেম অভিধান পণ্ডিত মণি ॥
রূপেতে গুণের গুণেতে রূপের
পরসপরের সুশোভা করে।
ঘোর নিশামসী যথা শোভে শশী
অথবা তামসী দ্যুতিরা ধরে ॥

—০—

স্বয়ম্বর উদ্যোগ।

গুণধর জ্ঞানিবর অদার সুন্দর।

আসিবারে জয়পুরে করেন ঘোষণ ॥
সুখমন পুরজন যতেক সকলা।
মঙ্গল বিধান করে মিলিয়া সকলা ॥
কোন ধনী রমণীর বেশ ভুষা করি।
সুরাগ ললিতে গান করে তান ধরি ॥
বিন্যাস করিয়া কেহ কেহ কেশ পাশ।
সুগন্ধি ভূষিত দেহে পরি পট্টবাস ॥
মনানন্দে সুখে সুখে বিভু নাম স্মরি।
নৃত্য করে ধরাপুরে শরাধবি করি ॥
এদিগে নৃপতি চয় পেয়ে নিমন্ত্রণ ॥
শুভক্ষণে সুতগণে করে সুসাজন ॥
অগণন সুতগণ চলেন অমনি।
শোণিত প্রবাহে বক্ষে নাচিছে ধমনী ॥
কেহ গজে চড়ি কেহ কেহ রথোপরি।
কত মত শত শত সমারোহ করি ॥
মজি আশে আসে পাশে রাজ ছানা যত।
আশার বাসার গিয়ে সকলে আগত ॥
সমাদরে জয় ভূপ যথা যোগ্য স্থান।
উচিতে বিহিত মতে কাসে প্রদান ॥
ব্যস্ত মন্ত্রি সবে জাতি প্রমদা দর্শনে।
সবে মিলি চর একঠান গোপনে ॥
প্রমদাকে দেখি আলি বলে সে তখন।

শুন রাজ সুতগণ মম নিবেদন ॥
যত লোক করে ঠিক কিছু মিথ্যা নয় ।
বিষম বিভ্রম মদে ঘোরে বিজ্ঞ চয় ॥
সবে বলে ভীষণ ভাস্কর খর করে ।
অলক্ষ্য করিয়া রাখে দিনে নিশাকরে ॥
ধিক্ জ্ঞান গুণ ধিক্ তাদের জীবন ।
পাইয়াছি আমি ভাল উত্তম কারণ ॥
কলঙ্ক বিহীন রূপ দেখি প্রমদার ।
নির্জ্জনে গোপনে দিনে থাকে অনিবার ॥
রজনী যখন নিদ্রা স্বজনির সনে ।
মোহ নিশা বশে রাখে প্রমদা রতনে ॥
বিকাশী লাবণ্য রূপ শশাঙ্ক তখন ।
আকাশে থাকিয়া করে প্রকাশ কিরণ ॥
বিচলিত চিত্ত যত নৃপতি নন্দন ।
প্রমদার রূপে ভাব কুপোত মগন ॥
কিন্তু সবে শুনিলেন বিচারের নাম ।
অবাক সকলে শুধ বলে রাম রাম ॥
কেহ বলে মেয়ে হোয়ে শিখেছে শোলোক ।
কেহ বলে ভয় নাই আমি তার পোক ॥
সাত পুরুষের নাম জানি ভাল মতে ।
রাম রাম হরে রাম পারি মুখে কত্তে ॥
কেহ বলে ছেলে বেলা মম মেধা গুণ ।

ছিল তাই সব জিনি অধিক দ্বিগুণ ॥
শোলোক কহিলে আর ছিল না নিস্তার।
অমনি শিখিয়ে তারে দিতেম বাহার ॥
চক্রধর রাধা কৃষ্ণ শিখি এক দিনে।
এই সে কারণ সব লোকে মোরে চিনে ॥
নিমন্ত্রণ খেতে গেলে করি আড়ম্বর।
বিচারে করেছি মোরা প্রহরে প্রহর ॥
বিচারেতে মোর বিদ্যা বোঝে কি ইতরে।
শোলোক সমষ্টি পেটে গজ গজ করে ॥
এত বটে ছেলে খেলা কেবা করে ডর।
কেন ভাই ভেব প্রাণ করে ধড় ফড় ॥
তুমি বুঝি বিচারেতে হবে কিছু কম।
কিন্তু বন্ধারাম ইথে বড় নিরুপম ॥
চিড়েছি কপাল কত দিয়ে আমি ধান।
করেছি সা ফত জনে কত অপমান ॥
হেথা বর গণে একে একে জয়পতি।
নিরূপিত স্থানে যেতে করে অনুমতি ॥
পাছেবা অনঙ্গ ভঙ্গ করি অঙ্গীকার।
ফেলে বাছ রূপে তম কূপে অন্ধকার ॥
ভীত চিত্ত তেঁই জাতি প্রেমদা রূপসী।
সাজিলেন ধরি করে জ্ঞান খর অসি ॥
জ্ঞানালোকে নষ্ট যার মন শোভাময়।

ভুলাতে কি পারে তারে যায় রূপ চয় ॥
অযোগ্যে মিশিতে কবে কে দেখেছে যোগ্য
দেব সুধা কবে হয় অসুরের ভোগ্য ॥
ফোটে কি নলিনী পেয়ে হুতাশন কর ?
ঘটে কি তটিনী নীরে রতন আকর ?
কুরূপ কুপেচ আতি ভ্রমর নিকর ।
তাহা হতে আছে শত পতঙ্গ সুন্দর ॥
স্বরণ বরণ রূপ করে ঝল মল ।
কিন্তু তাতে কভু খুসী না হয় কমল ॥
প্রমদা রূপসী বসি অবশ হৃদয় ।
বিচারি দেখেন যত রাজ সুত চয় ॥
থাকুক জ্ঞানের কথা নাহি প্রয়োজন ।
নাহি জানে সাধারণ নীতি আচরণ ॥
সপত্নী তনয় বলি বুঝি সরস্বতী ।
সহজে রমণী জাতি বড় ঈর্ষ্যাবতী ॥
পদার্পণ করে নাহি তাদের আলয় ।
তেঁই সরস্বতী সনে নাহি পরিচয় ॥
ডুবুড়ি নামিলে পেটে বুঝি কদাচিৎ ।
খুজিয়া সাক্ষাৎ পায় কবগ সহিত ॥
কি করে ফিরিয়া ঘরে যত বর যায় ।
নত শির লাজ ভয়ে হীনবেশ কায় ॥

| গ |

চলে গেছে বর দল হতাশ অবশ,
ভাবিতা তাপিতা অতি মানসে রূপসী,
বিহ্বলা ভাবিয়া ভাবী প্রাণেশ কারণ।
ম্লান মনে ধরাসনে জাগেন বসিয়া ॥

হায়রে বিধাতঃ তব একি ছল জাল ?
ইকি বিপরীত রীত নিয়ম লঙ্ঘন,
লঙ্ঘন রচনা তব সুপ্রণালী যত,
বুঝিলাম সুখ প্রমদার দুখ তরে ॥

কভু কি সরসী জলে বিকাশি কমল।
বিকাশি বিপুল শোভা লাবণ্য বিপুল ॥
জ্বলে মনানলে নিয়ে বিফল বাহার।
অলির অভাবে কান্দে অবগত চিত ॥

সরসী হৃদেছে পদ্ম যৌবন বিকাশ
অভাগিনী আমি উহা নিয়ে অনিবার,
বন্ধু তরে কান্দি কত করিয়া বিলাপ,
ধিক্ রে প্রাক্তন ধিক কত দিব তোরে ?

অহরহ দুখাবহ হৃদয়ে রূপসী।
সমজিন মুখ বীতরাগ সব কাযে,
ঔদাস্য প্রকাশে যেন মাখা অনিবার,
বিষণ্ণ বিরাগ মাখা অঞ্জনে নয়ন ॥

প্রমদ বিপিন নামে উদ্যান অতুল ।
বিকসিত নানা রূপ মদে মনোহর,
আছে ভূপতির, জিনি নন্দন কানন,
ভ্রমিতে প্রমত্ত মন প্রমদার তথা ॥

কি কব উদ্যান শোভা এত মনোহর ।
ধরা ধামে আছে যত প্রকৃতির শোভা,
রেখেছে যতনে ধাতা নমুনা স্বরূপ,
দেখাতে মানবে যেন প্রমদ বিপিনে ॥

ছোট ছোট তরুদল শোভিত সুন্দর ।
বিরাজিত প্রসূনে সুফলে নানা জাতি,
নিরুপম গিরি এক বৃত্ত রূপ ধরি,
ঘেরি আছে কিবা শোভা প্রমদ উদ্যানে ॥

দ্বার এক দিগে অতি ভীষণ প্রবল ।
খচিত কপাট তার কত না রতনে,
কত বা বিরাজে মণি করে ঝক মক,
ধনেশ্বর পুরী, মধ্যে যেন মনোহর ॥

প্রবেশ করিলে আগে আকর্ষে নয়নে ।
রূপ গুণ যুত অতি উত্তম অতুল,
ফল রাজি বিরাজিত নানা জাতি তরু,
উঠিয়াছে দলে যাহা পরিবিধি আড়ম্বর

সুরসাল চূত আদি নানা মত ফলে।
সুপক্ক সুরম্য ডালে করে ঝল মল,
কুহু কুহু করি পিক বসি নত শিরে,
আঘাত করিছে চঞ্চু তুলি পুনঃ পুন ॥

ছোট ছোট বৃক্ষ কত উদ্যানের মাঝে।
শোভিত সুগন্ধ ময় প্রসূনে সুন্দর,
অহো! কিবা শোভা তার, ইজিস সাগরে,
সুবাস সুতরুময়ী দ্বীপ মালা যথা ॥

গোলাবে অসংখ্য, (জিনি বাসোরা বাগান)
কামিনী মালতী তথা সেয়তি জুতিতে,
গুণ গুণ করি অলি উড়ি বার বার,
পড়িছে খাইছে মধু তাদের যতনে ॥

উৎস এক মনোহর অচল উপরে।
ঝর ঝর করি তাহা হতে অবিরত,
উদ্যানে সলিল পড়ি ধারে মৃদু অতি,
খেলিয়া রয়েছে পুষ্প রত্ত গণে যত ॥

সলিল বাহিনী সেই প্রণালী নিকরে।
বিচিত্র পাষাণে বান্ধা তাদের উপরে,
প্রসূন সুগন্ধ বহ বায়ু উড়ে উড়ি,
ভাসে তায় যায় লাগি কিবা চারুতর ॥

বিচিত্র সুপুচ্ছধারী কলাপী নিচয়।
ধরিয়া পেকম রূপ কলাপ বিস্তারি,
শ্যামল অচল রঙ্গ দেখি মেঘ ভাবি,
নাচিছে সতত সুখে দেখে তরুশাখে॥

সুরঙ্গ কুরঙ্গ চারু অচল নিকট।
সতত সুকেলি পর রোমন্থন করে,
সভয় মানস দেখি মানব তনয়,
পলায় হরিয়া মন নয়ন হিল্লোলে॥

উদ্যানে অতুল হেন প্রমদা রূপসী।
নাশিতে মানস জাত ভাবনা দারুণ,
ভ্রমিছেন সুখে সহ সখীগণ যত,
জুড়াছেন আঁখি দেখি রূপ মনোহর

নিপতিত জল যান তরঙ্গে ভীষণ।
হাহাকার অনিবার পোতবাহ দলে,
শোক মনে অনশনে কাটে নিশি দিন,
যথায় সাগরে নেই উত্তমাশাকূলে॥

কিন্তু ভাগ্যে পায় যদি এডেন নগর।
বিচরণ করে সবে আরবের কূলে,
বিমল পবন সহ মসলা সুবাস,
জুড়ায় মানস ভাসে সুখ কুতুহলে॥

প্রমদা রূপসী আসি প্রমদ বিপিনে
বিমল মলয় ভাল গন্ধ উপভোগে
নিপতিত যেই চিত উত্তমাশাকুলে,
জুড়ায় ভ্রমিয়া তথা সখীগণ সহ ।।

কুতূহল মনে ধনী বেড়ান কাননে ।
উদ্যান লাবণ্য দেখি জুড়ান নয়নে ।।
দেখেন কখন চারু প্রসূন নিকর ।
কখন দেখেন দলে বিরাজে ভ্রমর ।।
অনিমিষে দেখিছেন কভু মন সুখে ।
প্রবাল মুকুতা কত প্রস্রবণ মুখে ।।
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝর ঝর করি অনিবার ।
পড়িছে সলিল সনে যেন গাঁথি হার ।।
হঠাৎ যেমন আঁখি ফেলেন অচলে
দেখেন বিটপী মূলে বসিয়া ভূতলে ।
মনোহর রূপ এক ভাস্কর বরণ ।
আঁখি নীর পড়ে ধারে মুদ্রিত নয়ন
বিগলিত প্রীতি রসে যেন ঈশ বরে
বিরাজ করিছে সেই আঁখি ইন্দীবরে
শান্ত সুখ রসের আস্পদ তার মন ।
নিষ্কাম বিকার হীন যেন অচেতন ।।
দেখিলে চঞ্চলা যথা ভয়াবহ ভ্রান্তি ।

মানসিক বৃত্তি চয় বিশৃঙ্খলাবতী ॥
স্থিরতর জল পরে যথা শিলা পড়ি।
ছার খার করি ফেলে গোলমাল করি॥
ঘটনা অদ্ভুত এই করি বিলোকন।
বিচলিত চমকিত প্রমদার মন॥
অবশ মানস তেঁই সখী এক ধরি।
চেতন বিহীন ধীরে বসে ধরাপরি॥
কিছুকাল পরে যবে পাইল চেতন।
উদাসীন কাছে সতী করিল গমন॥
পাশে বসি মৃদুভাষে সুললিত অতি।
অধোমুখে মন সুখে সুধাছেন সতী॥
কহ মহাশয় তুমি কি ভাবে মগন?
ঝরিতেছে কেন তব যুগল নয়ন?
প্রেমময়ী রমণী কি মরেছে তোমার?
কিবা জননীর কাল হয়েছে এবার?
অথবা আশার ধন পেয়েছে বিনাশ?
কহ কহ মহাশয় করিয়া প্রকাশ?
শুনিয়া সুস্বর সেই মধুর বচন।
মেলিলেন উদাসীন অমনি নয়ন॥
আসীন নিকটে দেখি রূপের নিলয়।
বলিছেন অতিশয় বিস্মিত হৃদয়॥
সুধালে সুন্দরি? মম দুখের কারণ।

হেন দুখ বিনে দুখী জগত জীবন ॥
অনিত্য যাতনা ভয় তুচ্ছ অতি গণি ।
বিষয় বিভব সব ছাড়িয়াছি ধনি ॥
বিরহ ভূষিত রমণীর প্রেম জাল ।
বিষম বিশেষ জিনি আশীবিষ কাল ॥
(১) সায়ীরিণ জিনি খল সুললিত স্বর
মোহিত মানবে ধরি গ্রাস করে নর ॥
ত্যজিয়াছি আমি সেই প্রেম হলাহল ।
তেঁই দেহ নহে মোর বিষে টলাটল ॥
শরীরে মেখেছি নিত্য প্রণয় চন্দন ।
বিরহ বেদনা যাতে না হয় কখন ॥
সেই প্রেম আশে সদা হৃদয় মগন ।
তেঁই ঝরে অহরহ যুগল নয়ন ॥
অসম্ভব মহাশয় না হয় প্রত্যয় ।
যে সব বলিলে কভু বিশ্বাস কি হয় ?
অলক্ষ্য যাঁহার সত্ত্বা নিত্য নিরাকার ।

---

(১) সায়ীরিণ; প্রবাদ বিশিষ্ট দেবী বিশেষ; ইহার শরীরের উপরার্দ্ধ অতি সুন্দরী স্ত্রী আকার, শেষার্দ্ধ মৎস্য আকার। নিশিযোগে সমুদ্র কূলে অতি সুললিত স্বরে ইহারা গান করে, বিমুগ্ধ নাবিকগণ গান উদ্দেশে ইহার নিকটস্থ হইলে অমনি ধরিয়া গ্রাস করে।

প্রতীতি তাঁহার প্রতি কঠিন ব্যাপার ॥
অদৃশ্য জ্যোতিষ্ক গণ গগনে বিস্তর।
নিরূপিতে তাবগতি পারিত কি নর?
যদ্যপি জ্যোতিষশাস্ত্র আনুপূর্ব্বী সব।
মনোযোগে নাহি কভু শিখিত মানব ॥
সহজে প্রয়াস বিনে কঠিনে কে কবে।
লাভ করিয়াছে কভু হেন কি সম্ভবে?
ভীমকায় বড় করী করিতে বহন।
কোনকালে কেহ যদি করেন যতন ॥
মনন যতন সব পাইবে বিনাশ।
করভে বহিতে যদি না পান প্রয়াস ॥
সহজ অনিত্য প্রেম বিহীন যেজন।
ঈশ প্রেমে লীন কভু নহে তার মন ॥
বিশেষ জনম হতে যদি নরগণ।
বিষয় উদাস শিক্ষা করে অনুক্ষণ।
কোথা থাকে সৃষ্টি তবে সব লোপ পায়।
ভঙ্গ করে তথা পরমেশ অভিপ্রায় ॥
উদ্বাহে আবদ্ধ আছে অতএব যেই।
বটে বটে পরমেশ প্রিয়জন সেই ॥
থাক্ ইথে নাহি কায বল মহাশয়।
নাম ধাম জানি তব অভিলাষ হয় ॥

ঋষি বলে বল শুনি কি কায তোমার।
নাম ধাম পরিচয় জানিয়া আমার ॥
প্রমদ বলিয়া সদা ডাকিতেন মাতা।
ধারাধাম মোর ধাম পিতা মোর ধাতা ॥
তুমি থাক রাজপুরী আমি বনবাস।
জানিতে আমাকে কেন তব অভিলাষ ॥
প্রমদার রূপ গুণ দেখিয়া প্রমদ।
মজিল ঘুচিল সব বিমল সম্পদ ॥
নিমেষ ফেলিতে নারে ঠেকে মাথা পায়।
উভয়ে উভয় পানে ঘন ঘন চায় ॥
না চলে প্রমদা পদ না সরে বচন।
কেমনে ফিরিয়া যাবে না ফিরে নয়ন ॥
কি করে অগত্যা সতী চলিলেন ঘরে।
আকুল চিন্তাতে মন প্রমদের তরে ॥
প্রমদের সনে মন থাকে উপবনে।
ধরি করে নিল ঘরে সব সখীগণে ॥

প্রমদ বিপিন ছাড়ি, প্রমদা চলেন বাড়ী,
দেখিয়া প্রমদ মোহ যায়।
অশ্রু বিগলিত আঁখি, কপালেতে কর রাখি,
অধোমুখে করে হায় হায় ॥

মৈথিলী রমণ রাম, কান্দে যথা অবিরাম,
আকুল পড়িয়া শোকাচলে।
বসুধা দুহিতা সতী, সহ যবে বসুমতী,
ধরণী ধারিণী ঘরে চলে॥
তামসী তিমির ঘন, তাতে অতি ঘটা ঘন
হেন বড় বিপদ সময়।
ঘন ঘন প্রভাকরে, ঈষৎ লোকন করে,
যথাযত মনুজ নিচয়॥
তথা মন মোহযুত, মোহতম ঘনীভূত,
ঢাকিয়াছে মানস হৃদয়।
জ্ঞান ধীরে ক্ষণে ক্ষণে, সহিত ইন্দ্রিয়গণে
আসি মনে হইছে উদয়॥
চেতন যখন পায়, বলে প্রাণ যায় যায়,
হায় হায় কি উপায় করি।
বিনে সেই মুখশশী, ঘেরিল মানসে মসী,
মরমে পশিল আসি মরি॥
কেবলে তোমারে ধনি, রমণির শিরোমণি,
আমি বলি কাল ফণী তোরে।
কেমনে আসিয়া বনে, কে জানে কি করি মনে
চোখে চোখে দংশি গেলি মোরে॥
পদ্মাবতী পঞ্জরলে, ভোলানাথে ক্রোধ মনে,
কাল দষ্টি করে পেয়ে দোষ।

মোরে বিনা অপরাধে, অগাধ বিষাদবাদে
ফেলিলিরে মিছা করি রোষ ॥
হায়রে রূপের গুণ, অপার তোমার গুণ,
তুমিগুণ দেও কাম গুণে।
তোমাকে সহায় করি সেই খল নর অরি,
জ্বালে যত হৃদয় আগুনে ॥
হায় তুমি বামা জাতি, মরম দহন ভাতি,
কুশলে অনল প্রদায়িনী।
বল বল অয়ি বামে, বল এই ধরাধামে,
অসাধ্য কি তোমার মোহিনি ?
তোমার মোহিনী জালে কর কর মনে বালে,
লঙ্কা আদি ট্রয় (১) ছার খার।
কত বার দৈত্যদলে (২) মারিয়াছে নিজ বলে,
করি সবে ক্রিয়া ব্যভীহার ॥

---

(১) ট্রয় একটী নগর বিশেষ, আসিয়া মাইনর প্রদেশে আইডা পর্ব্বতের এক শৃঙ্গো পরি স্থিত। উহার অধিপতি প্রাইম পুত্র পারিশ কোন এক বার্য্য ছলে স্পার্টার রাজা মেনেলাসের ভার্য্যা পরম সুন্দরী হেলেনাকে অপহরণ করেন। তদুপলক্ষে ইউরোপ এবং আসিয়া খণ্ডে মহাবিখ্যাত এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে দশ বৎসর আক্রমণের পর ট্রয় নগর একে বারে ছার খার হয়।

(২) মোহিনী তিলোত্তমা প্রভৃতি রূপধারণ বিষয়ক পৌরাণিক কথা।

মোহমন্ত্রে সুদীক্ষিত, ভুলাইতে সুশিক্ষিত
ধরগো স্বভাব মনোহর।
রসনা পীযূষ ভরা আঁখি কামগুণে ভরা
কামানল আতসী পাথর॥
বচন মধুর ধর উদ্যত নরম কর
বঙ্কুর ভুরুকে কর সম।
যাও যথা যার কাছে আন টানি পাছে পাছে
যথায় চুম্বক অনুপম॥
প্রমদ এরূপ কত বিলাপ করিয়া শত
উঠিয়া বসিল ধরাপরে।
ভাবে কেন হেথা পড়ি অরণ্যে রোদন করি
কে কাঁদিবে মোর দুখ তরে॥
ধিক তোরে মূঢ় মন ত্যজি নিত্য নিকেতন
আবদ্ধ অনিত্য মায়া জালে।
সামান্য ললনা তরে কান্দ পড়ি বনান্তরে
এই কি রে ছিল তোর ভালে?
ধিক তোরে অরে অক্ষি কেন তোর পক্ষপাক্ষি
অনিত্য প্রেমাশ্রু জলে ভাসে।
পবিত্র বিশুদ্ধ জল গেল তাহা কোথা বল
রতন ছাড়িলি কাঁচ আশে॥
সুগন্ধ চন্দন ছাড়ি ধরিলি ইন্দ্রুর ভারী
পাইতে উত্তম [illegible]।

প্রবাল আদরে ছাড়ি হলি রে পয়াল ধারী
ধিক ভাল এই তব কল ॥
কি করে প্রমদ একা তোরা সব হলি বেঁকা
বিপক্ষ হইলি তার পক্ষে ।
ঠেকিয়া হইল সোজা অনিত্য দুখের বোঝা
যাহা বল লইবেক কক্ষে ॥
অন্ততঃ করেন স্থির উঠেন প্রমদ ধীর
ধীরে চলিলেন রাজ ঘরে ।
সজি মহিলার রূপে ছাড়ি প্রেমপর ভূপে
যান তথা মোহিনীর তরে ॥
হেথায় প্রমদা সতী প্রেম জ্বর বলবতী
অবশ ইন্দ্রিয় দেহ মতি ।
বিরহ বিষম ধারা ধারে বিগলিত তারা
ধরায় পড়িয়া শোকবতী ॥
দুখ চিত্ত সখীচয় কান্দে আর মনে ভয়
বিষাদ সাগরে সবে পশি ।
বিহার বিপিনান্তরে যথা সখী শোকান্তরে
বাধাবিরে কান্দে সবে বসি ॥
অশন বসন নাই সতত বদনে হাই
কভু শীত কভু দাহে, [illegible]
কেশ পাশ ছিন্দি ভিন্দি [illegible] প্রধান বিন্দি
প্রেম [illegible] দুখ সহে ॥

এদিগে ভূপতি জয় গণিয়া বিপদ ভয়
শোকেতে সতত সুখ হীন।
ভাবে কেন পণ নিয়ে দুহিতা না দিয়ে বিয়ে
ঘরে রাখিলাম এত দিন ॥
মোহিত মোহিনী আশে উপবন বন বাসে
প্রমদ প্রেমিক হেলে ছাড়ি।
যথা রাজ নিকেতন উপনীত আসি হন
অতি বড় শোক বেশ ধারী ॥
ধীরে ধীরে প্রেমভরে যান ভূপতির ঘরে
বিরাজেন যথা ভূপ জয়।
বিনীত দাড়ান পাশে কোমল ললিত ভাসে
সযনে বদনে বলে জয় ॥
মুখ রুচি সুধা সদ্ম বিমল হৃদয় পদ্ম
শুদ্ধ প্রেম তুষার আধার ॥
তত্ত্বজ্ঞান থরকরে বিগলিত ধারে পড়ে
তেঁই ঝরে আঁখি অনিবার ॥
দেখি রূপ মনোহর ভাবিছেন নৃপবর
এত নহে মানুষ তনয়।
প্রশান্ত প্রকৃতি অতি ভাবে বুঝি ছাড়ি সতী
পশুপতি ভূতলে উদয় ॥
ইতস্ততঃ ভাবি মনে সুস্থ মধুরভাসনে
বল কে আপনি [illegible]?

আমার বচন ধর   সন্দেহ মোচন কর
দিয়ে আপনার পরিচয়।

নরেশ ! মনুজ আমি, প্রমদা কারণ।
এই বেশে এই দেশে মম আগমন ॥
ঈশ ছাড়ি বিষ পানে মন অভিলাষী।
তেঁই আজ মহারাজ তব বাসে আসি ॥
ললনা ছলনা বাণে জ্বলিতেছে হিয়া।
নিত্য সুখ রসে তেঁই জলাঞ্জলি দিয়া।
আসিয়াছি নিতে আমি তোমার শরণ।
মোহ বশে ছাড়ি সেই জগত শরণ ॥
এই বলি মৌন ভাবে প্রমদ রহিল।
ভূপতি অপার সুখ হৃদয়ে গণিল ॥
অমনি বিনতি অতি সমাদর করি।
আসন উপরে নিজ লন করে ধরি ॥
পাইতে আপন মনে জ্ঞান পরিচয়।
আলাপ করেন নিয়ে নীতি শাস্ত্র চয় ॥
পেলেন অসীম সুখ করি আলাপন।
পুলকে পূরিল মন আনন্দে মগন ॥
চলেন রাণীর কাছে অমনি রাজন।
বলিতে প্রিয়াকে এই শুভ বিবরণ ॥
প্রিয়ে ! আজ বুঝি দুখ নিশি কাল ঘোর।
ঘুচিল হইল এত দিন পরে ভোর ॥

এত দিন পরে ঘরে দেখিবে জামাই।
কত সুখ পাবে যাবে বিরহ বালাই ॥
কত সুখে নিরখিবে তাহার বদন।
সফল হইবে তব যুগল নয়ন ॥
বিদ্বান প্রেমিক অতি পণ্ডিত সুজন।
উচিত করিতে তাতে দুহিতা অর্পণ ॥
কিন্তু সকলের মনোবৃত্তি সম নয়।
পাছে বা প্রমদা সনে প্রেম নাহি হয় ॥
তবে বড় দুখ প্রিয়ে বড় সর্ব্বনাশ।
ধরা ধামে ইহা হতে নাহি গল ফাঁশ ॥
ধিক গল ফাঁশ তুচ্ছ তাহার যাতন।
জীবন চলিয়া গেলে কিসের তাড়ন ॥
নিমেষ যাতনা সহ্য নহে বড় ভার।
নিমেষ শকতি যার সে যে অতি ছার।
শ্বাস হীন করি রাখে যাবৎ জীবন।
সত্য উদ্বন্ধন সেই উদ্বাহ বন্ধন ॥
অতেব করেছি প্রিয়ে মনে স্থির তর।
দুহিতা সমীপে আমি পাঠাইব বর ॥
তার মতে সব মত এই বলি সার।
যা করেন জগদীশ সব ইচ্ছা তাঁর ॥

ভূপতি আনন্দ মতি অতি সুখে ভাসে।
প্রমদে পাঠান আদি [illegible]

কত ভাব নব নব, কত সুখ মনে।
দেখা হবে বলি প্রিয়া প্রমদার সনে॥
ভাবুক প্রমদ ভাবে প্রফুল্ল হৃদয়।
উত্তরেন গিয়ে যথা প্রমদা আলয়॥
অজ্ঞান চেতনা হীন ধনী যুগপৎ।
মুদিত নয়ন হীনতেজ মৃতবৎ॥
পড়ি আছে দেখি হেন যাতনা দুখদ।
অমনি ধরণী পরে পড়িল প্রমদ॥
কিছু কাল গতে কিছু পাইলে চেতন।
বলিছেন ধরি প্রেয় প্রমদা বদন॥
শশিমুখি! মেল আঁখি দেখ একবার:
প্রণয় কিঙ্কর সেই প্রমদ তোমার॥
উপবনে যার সনে হল পরিচয়।
যে কারণে ধরাসনে তব দেহ লয়॥
প্রেমাধার তব এই যৌবন সম্পদ।
মেল আঁখি দেখ আমি সেই ত প্রমদ॥
সুখদ প্রমদ নাম করিয়া শ্রবণ।
মোহ গেল মেলে ধনি অমনি নয়ন॥
অমনি রহিল পড়ি নারিল উঠিতে।
নয়নের নীর ধারে লাগিল ঝরিতে॥
উভয়ে নীরবে থাকে আঁখি মেলে পল।
কেজানে কিভাবে মুখ পড়ে আঁখি জল॥
আনন্দ চাতক প্রেমনীর পান আশে।

ছিল তেঁই ধারে বুঝি আঁখি জল আগে ॥
এই রূপে কিছু কাল থাকি দুই জনে।
বিরহ যাতনা কথা কহেন যতনে ॥
দোঁহেতে দোঁহার কর প্রীত মনে ধরি।
কর যোড়ে ঈশ বরে বলে মান্য করি ॥
ওহে পরমেশ মোরা অতি সুশৃঙ্খলে।
আবদ্ধ হলেম অদ্য উদ্বাহ শৃঙ্খলে ॥
অহরহ দুই জনে মজি প্রেম কূপে।
এক মনে এক প্রাণে রহিব স্বরূপে ॥

প্রাণেশ পাইয়া সতী মানস মতন
নব নব সুখ ভোগ করেন রূপসী।
কতনা প্রেমের খেলা খেলেন দুজন ॥
ধন্য ধন্য ধনী সেই প্রেম গরীয়সী ॥

পরমেশ পানে রাখি ভকতি মহতী।
সুনিয়ম রূপে সব করেন দুজন।
করেন সকল কার্য করিয়া সুমতি ॥
নিরূপম সুখ পান যেখানে যখন ॥

দিনমণি দীন ভাব করিলে ধারণ।
ধরার তাপিত অঙ্গ সুশীতল হয়।
শ্যামল সুসাজে শোভে প্রকৃতি যখন ॥
সুগন্ধ মলয় বহে মন্দ মন্দ [illegible] ॥

প্রমদ বিলাসী তারা উভয়ে তখন।
প্রমদ বিপিনে যান পুলক অন্তর।
লাবণ্য লোকনে মন করেন মগন॥
বাগান লাবণ্য চারু তথা নিরন্তর॥

কখন প্রসূন রূপ করি বিলোকন।
ডোবেন অগাধ সেই ঈশ প্রেম কূপে।
কতবা তাহার রূপ করেন ঘোষণ॥
কত ধন্য দেন সেই প্রেম পয় স্তূপে॥

সজল নয়ন সুকোমল ভাব ধরি।
বিকাশি মানস আঁখি সুখেতে দুজন।
বিবেক সুবাস দেকে প্রলেপন করি॥
দেখেন সকল সেই শিল্পির রচন॥

প্রীতি রসে বিগলিত মানস নিলয়।
অমনি প্রণতি করি বলে ঈশ বরে।
ওহে নাথ। তব ভাব সকল সময়॥
দেখিবারে পাই যেই পানে আঁখি পড়ে॥

কিন্তু রমণীয় হেন ভাব নিয়ে মন।
পারে না রহিতে সদা পারে না কখনি।
মায়া মোহ রূপ মৃদু মলয় পবন।
ধীরে ধীরে সুকুতির বহেন অমনি।

অমনি ধরিয়া কর দুজন তখন।
মনোমত নানালাপ করেন যতনে।
যদি কভু শুনে শশী ভ্রমর গুঞ্জন॥
অমনি বলেন তবে নাথের সদনে॥

দেখ দেখ নাথ এই খল অলিবর।
যেন প্রসূনের উনি কত বড় বঁধু।
কত সাধে সাধিতেছে গুন গুন স্বর॥
উড়ি যাবে যবে ফুলে ফুরাইবে মধু॥

তুমি কি করিবে নাথ এই রূপ কায?
মানসে এমন মোর না লয় কখন।
আমি প্রেম রাণী নাথ তুমি প্রেম রাজ॥
আমরণ সুখে কাল যাপিব দুজন॥

অস্তাচলে নামিতেন যবে দিবাকর।
তমোময় করি এই অবনী নিলয়।
আকাশ দীপের মত অতি মনোহর॥
হইতেন যবে শশী গগনে উদয়॥

তখন তাহারাবাস পানে ত্বরা করি।
যাইতেন সুখে কত আলাপন ছলে।
চলিতেন দোঁহে করি হাতে ধরা ধরি॥
হায় কিবা সুখ সুখ আর কারে বলে?

সাঁজ সমীরণ গণ অতি মনোরম।
জুড়ায় শরীর করে প্রফুল্ল হৃদয়।
প্রকৃতির খোলা মুখে সুখে অনুপম ॥
ধরাসনে বসি দেখিতেন শোভাচয় ॥

বিশ্ব রচকের বিশ্ব মহিমা অপার।
রচিত আকাশে যেন খচিত রতনে।
গূঢ় ভাব গুণ মালা পড়িতেন তাঁর ॥
তারা মালা বলি যারে বলে সাধারণে ॥

হইতে হইতে যবে রজনী গভীর।
হইত প্রকৃতি সতী নির্ব্বাক নীরব।
স্বভাবের নাড়ী মৃদু চলিত সুধীর ॥
যেন ঈশ ভাবে সবে ধরি ভাব শব ॥

রাশি রাশি প্রকাশিত মহিমা যাঁহার।
মনোহর কত ভাবে সজ্জিত ভুবন।
হায় হায় কত সুখ পেতেন অপার ॥
বুঝহে বুঝহে ভাবি ভাবুক সুজন ?

যাইতেন পরে দোঁহে শয়নে শয়নে।
সুখে যাপিতেন নিশি ঘুমেতে গভীর।
আশ্রিত সে সুখ অতি সহজ যতনে ॥
সন্তোষ বাঁধন তাহে সমর নিবিড় ॥

প্রভাতে মলয়ানিল সুরভি যখন।
বহিত মজিত পিক ঈশ গুণ গানে।
পরিত কুসুম দলে সুসাজ ভূষণ ॥
ভ্রমরা তান্‌পুরা তান সাধিত সুতানে ॥

উঠিত উঠিত দোহে যথায় চনক।
অমনি শয়নে থাকি করি এক মন।
ভজিত্ত ভজিত সেই জগৎ জনক ॥
যাঁর মায়া রসে নিশি করেন যাপন ॥

প্রভাতীয় কায করি আসিতেন ঘরে।
প্রকৃতি বিজ্ঞান করিতেন আলোচন।
কাব্যকলা কুতুহলে পড়িতেন পরে ॥
যাপিতেন এই রূপে সময় দুজন ॥

ইতি প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রমদা রূপসী, পুলকে হুরসী ;
সুখে ছিল সহ পতি।
অস্তাচল গত, সুখ ভানু হত,
বিপাকে পড়িল সতী॥
রাজ মন্ত্রিবর, কুচক্রে প্রখর,
কুবুদ্ধি সাগর ঠক।
খল চূড়ামণি, জিনি কাল ফণী,
ধাম্মিক পরম বক॥
একদা প্রভাতে, রাজার সভাতে,
গম্ভীর মূরতি ধরি।
বলে মহারাজ, ছিছি একি কায,
তাই বলি মনে ডরি॥
সুকুল নিধান, নীচ কি প্রধান,
কিছুনা মনে করি।
অবিচারে ঘরে রাখিয়াছ বরে,
মোরা সবে লাজে মরি॥
কোথা বাড়ী ঘর, কিবা নাম ধর,
কিবা আচরণ রীত।
কিছু নাহি জানি কুলে করি হানি,
অহিতে ভাবিছ হিত॥
থাকু তার গুণ, গুণেতে আগুন,
কুলশীল হীন জনে।

যথা পাখী চয়, হরি নাম কয়,
যথা মণি ফণী সনে।
সুকৃত বিহীন, কভু কি প্রবীণ,
কভু কি সুকুল পায়।
জনম মরণ, শিখন পঠন,
কভু কি বিপথে ধায়॥
পদবী প্রধান যাহাকে প্রদান,
করেছেন দেবগণ।
না বিচারি তাহা, প্রমাদ কি আহা,
স্বেচ্ছাচারী তব মন॥
অনুগ্রহ করি, মম কথা ধরি,
পরিচয় জান তার।
কভু হীন জাতে, কভু ছোট হাতে,
দিব না প্রমদা ভার॥

(রাজ।) ছিছি মহাশয়, জাতি কভু নয়,
দেবতাপ্রদত্ত পদ।
গোপন কারণ, না জানি এমন,
হইবে বিপদ পদ॥
বৃথা জাতি তরে, মারা মারি করে,
ভারত মানব দল।

রাখি যারে জাতি, করে কত পাতি
মাতামাতি সার ফল ॥
জাতি সুলক্ষণ, পড়ে অনুক্ষণ,
জাতি মদ মত্ত জন।
কিন্তু তারা ফলে, মুখে সুখ বলে,
বিপরীত আচরণ ॥
দয়ার আকর, গুণের সাগর,
যাঁহার সৃজন সব।
সকল জনক, সকল পালক,
অখিল ধরার ধব।
সম ভাবে সবে, পালিছেন ভবে,
ইকি তাঁর অভিপ্রায় ॥
কেহ অনাদরে, দুখে পড়ি মরে,
কেহ ভাল পদ পায় ॥
নিসর্গে কখন, আছে কি এমন,
নানা জাতি একাকার।
দেখ জনগণ দেহ সাধারণ।
করিয়াছে অধিকার ॥
এই সে কারণ প্রাণিবিদ্গণ,
শাস্ত্রীয় বিধান ধরি।
সকল প্রাণিতে, বহুল জাতিতে,
গিয়াছে বিভাগ করি ॥

মিছা করি রোষ পক্ষপাত দোষ,

বিভুর দয়াতে দিয়ে।

যদি তবু চাও যদি সুখ পাও,

মিছে জাতি ভেদ নিয়ে॥

যাক নেই মানি হল হল হানি,

কর কর প্রণিধান।

যদি পাপী জন, করি সযতন

পুণ্যেতে আয়াস পান॥

করুণা নিধান, তবু কি বিধান,

করিবে না তার লাগি।

তবু কি সেজন, পাপেতে মগন,

রহিবে দুখের ভাগী॥

কঠিন কখন, নহে ত এমন,

পরম পাতার মন।

ন্যায় পর ভুপ, সবে সমরূপ,

করে সুখ বিতরণ॥

প্রমদ সুজন, বদি হীন হন,

হয় কি এমন কভু।

মহাগুণ কত, আছে তাতে শত,

হীনত্ব রহিবে তবু॥

ভারত সমাজে, যে জাতি বিরাজে,

কুরূপ কুভাব ধরি।

পুরা মহাজন, করেন সুজন,
কল্পনা মহৎ করি ॥
জ্ঞানী গুণযুত, দ্বিজকুলভূত,
হইতেন সমাদরে ।
তেঁই বিশ্বামিত্র, ব্রাহ্মণ পবিত্র,
বড় মুনি কুল পরে ॥
বল বীর্য্য করি, নানা গুণ ধরি,
যোগ্য কাজে নিয়োজন ।
হইত সকল, ভারত কুশল,
সাধিত মরণ পণ ॥
কাল সহকারে, পড়ি অবিচারে,
ভারত সন্ততি যত ।
ভাবি জাতি পদ, পৈতৃক সম্পদ,
ভ্রম মদে সবে রত ।
অরে অরে জাতি, কেন তব ভাতি,
নিভিল হইল কাল ।
বিদরিছে চিত্ত, দেখি তব রীত,
দেখি তব হীন হাল ॥
যে কারণ আলি, তার শাখা খালি,
নিস্তেজ করিলি তারে ।
ভারত সমাজে, কুলাল কুসাজে,
চর প্রভৃতি পরিবারে ॥

জ্ঞানী গুণী জন, ছাড়ি সুশোভন,
করিছ অবিজ্ঞ জনে।
দেখি তব ছল, প্রবল অনল,
জ্বলে না কাহার মনে?
কি ঘুস খাইলি, কুপথে ধাইলি,
হইলি রে স্বার্থপর।
কোথা সেই গুণ, কেন এবে ঊন,
কোথা সেই কলেবর ॥
ধিক তব ছল, দ্বেষ হলাহল,
উন্নতি বিনাশ ভার।
তেঁই যুবা দলে, অহরহ বলে,
ড্যাম জাতিভেদ ছার ॥

কত যে বুঝান জয়, প্রকাশি যুকতি,
মিষ্ট মধুর বচনে।
কবি কত সুকৌশল, ধরি নানা রীতি ছল,
বিকাশি বিশেষ রূপে বিভুর রচন।
কিন্তু অযামসী মন, ঘেরিয়াছে যেই মন,
প্রবেশে তাহাতে কিহে বোধেন্দু কিরণ।
প্রকৃতি অমোঘ বাক্য, করিয়া হেলন,
অবিবেকী তত্ত্বহীন, বিধর্মী নিকর,
সদা কুবুদ্ধি জড়িত।

আশীবিষ জিনি ক্রূর, সতত স্বকাযে মূঢ,
কঠিন হৃদয় যেন পাষাণ গড়িত।
পেলে নীতি উপদেশে, জ্বলে ভয়ানক বেশে,
অনল মূরতি ধরে না হয় গলিত।
বরঞ্চ চিরিয়া দেহ, হয় বিদারিত।

জয় ভূপ যত বলে, নাহি শুন বুঝা,
মুখ মলিন নীরস।
রাজা যত নীতি বলে, জ্বলে তত ক্রোধানলে,
ধড়ফড় করে দেহ বিকল অবশ।
সদুপায় নাহি পান, তেঁই সহে অপমান
গালি পাড়ে মনে মনে গাইছে কুযশ।
প্রকাশি কহিতে নারে, নাহিক সাহস,
সভা মাঝে বসি সবে, করিছে আলাপ,
হেন কালে আচম্বিত।
রণ সাজ বেশ ধারি, সৈনিক প্রধান চারি,
ব্যস্ত মতি বেগ গতি আসি উপস্থিত।
সম্মান উচিত রূপে, কর যোড়ে বলে ভূপে,
উত্তর প্রদেশ মহাবিদ্রোহ পূরিত।
কর মহারাজ ত্বরা, ইহার বিহিত,
শুনি বিবরণ এই অদ্ভুত ব্যাপার।
ভূপ বিস্মিত হৃদয় ॥

ভাবিছেন মনে মনে, অকস্মাৎ কি কারণে,
বিষম বিদ্রোহে পরিণত প্রজাচয়।
করি কত অনুমান, কিছু না সন্ধান পান,
কিছু না করিতে রাজা পারেন নিশ্চয়।
যত মনে লয় সব, প্রত্যয় না হয়,
সুধালেন অবশেষে সৈনিক নিচয়ে।
অতি সম্ভাষি যতনে ॥
কহ কহ প্রিয়গণ, বিদ্রোহিতা কিকারণ,
করিতেছে প্রজাগণ ভাবিছে কি মনে।
শুনিয়াছ যদি বল, বল কেন এত ছল,
পাতিয়াছে প্রজাদল ভূপতির সনে।
বধিবারে চায় কিহে ভূপে ধনে জনে
নত শিরে যোড় করে সৈনিক নিচয়।
বলে শুন মহারাজ ॥
ছার অতি সে কারণ, যে লাগিয়ে প্রজাগণ,
চটিয়াছে করিতেছে এই হীন কায্।
স্থাপিবারে বিদ্যালয়, কর্ত্তা নাকি মহাশয়,
স্থাপন করেছ সেই উত্তর সমাজ।
ধরিয়াছে সবে তারা রণ সাজ।
শুনিয়া বিষম হাল, ক্ষুব্ধ চিত্ত মহীপাল,
বলে কাল [illegible] কয়া নয় ?
মনোহর রণ সাজে, [illegible] বস্ত্র [illegible]

চলে সহ দল বল চয় ॥

ভীষণ সেনানী সজ্জা, সুররথিগণে লজ্জা,

সহ নাহি পায় ষডাননে ॥

সুদীপ্তি সুসাজ দল, করে কিবা ঝল মল,

শিরে শোভে মণি অগণনে ॥

সমুজ্বল অনুপম, পরিচ্ছেদ বেশ রম,

রণতম নাশিবার ছলে ॥

অথবা বিপক্ষ দলে, ভয় দেখা বার ছলে,

মহানাদে সারি সারি চলে ॥

(১) যথা ব্যোমে ঘন ঘটা, সুরঙ্গ বিজলী ছটা

মাঝে মাঝে নাদ ভয়ঙ্কর ।

(২) যথায় তিমির দলে, সুভাতি তারকা জ্বলে

নিম্ নিম্ করি মনোহর ॥

সুদৃশ্য ভীষণ সাজে, মাঝে জয় মহারাজে

বিরাজে বিজয় রূপ ধরি ।

জয় রব ডাক ডঙ্কা, প্রজাগণে মহাশঙ্কা ।

রিপু গণে কাঁপে থর থরি ॥

---

(১) জয়পুরের সৈন্যগণ কাল পোসাক ও কাল, টুপী ধারণ করিত, সেই মেঘবৎ সৈন্য মধ্যে বন্দুকের আল (ফ্লাস) ও তাহার শব্দ ।

(২) সেই কাল টুপীর উপরে স্বর্ণ বর্ণ ও মণি প্রভৃতি,

এইরূপে জয় ভূপ, সমারোহে নানারূপ।
মনে মজি কত মত আশে॥
দেখে সব ছারখার, নাহি লোক পরিবার।
প্রায় দিনেকের আশে পাশে।
বিজন বিহীন রব, অরণ্য যতেক সব,
বুঝিতে নারেন ভূপ জ্ঞান।
অতিবড় শোক মনে, বিচরিয়া বনে বনে
প্রবীণ গহন পানে যান॥
বাজে শোক শেল বড়, রাজা করে থর কর,
বলে হায় কোথা প্রজাগণ।
কোথা প্রিয় প্রজাচয়, এস কিছু নাহি ভয়,
কেন করিয়াছ পলায়ন॥
স্বীকার করহ পাপ, অমনি করিব মাপ,
আয় বাপ তোরা ছেলে মতি।
তোদের বিরহানলে, আছি পড়ি ধরা তলে
সকাতর সুখ হীন অতি।
এদিগে তামসী আসি, তপন কিরণ নাশি,
গ্রাসি বসিলেক ধরাতল।
ভূপতি ত্যজিয়া সাজ, প্রবেশে ছাউনি মাঝ
সাথে নিয়ে সব দল বল॥
কলেবর সকাতর, তাহে শোক থর থর,
অনাহারে ক্ষীণ অতি কায়।

বিজন গহন বন, প্রকৃতি বিহীন স্বন,
মলয় মারুত বহে তায় ॥
সকল সেনানী গণ, ঘোর ঘুমে অচেতন,
ঘন ঘন শ্বাস অগণন।
ভীত চিত রিপু দল, পাইয়া সুযোগ বল
সাজেন সাধিতে কুমন্ত্রণ।
গহন গুহার মাঝে, প্রখর মুরতি রাজে
দেখি ভয়ে ছিল পলাইয়া।
বিভাবরী উপনীত, সবে মনে পুলকিত
বলিতেছে বাহিরে আসিয়া।
কার দাপে কাঁপে ধরা, হৃদয় কন্দর ভরা,
বল বীর্য্য সাহস কাহার।
উন্নত করিয়া বক্ষ, যম বাজাইয়া কক্ষ,
প্রকাশিছে বীরত্ব বাহার ॥
বীর ভাগে বীর যিনি, যেন কত অনীকিনী,
কত লক্ষা করেছেন ছার।
চোটে ফাটে ধরাতল, ছার রাজদল বল,
নাশিবারে পারে ধরা ভার ॥
সভা করি ঘোর বনে, সহচরগণ সনে,
ভাবে কার্য সাধন উপায়।
নীরবে কিরূপে চুপে, ধরিয়া আনিবে ছুপে,
কিম্বা বাণে নাশিবে তাহায় ॥

অবশেষে স্থির করে, গভীর ঘুমের ঘোরে,
থাকিতে মিলিয়া সবে গিয়া ।
যথায় ভূপতি আছে, প্রবেশি তাহার কাছে,
বান্ধি লব খর পাশ দিয়া ॥
শ্মশান কালিকা যথা, সযতনে নিয়ে তথা,
দিয়ে বাদ্য যথায় বিধান ।
পাইব সকল ফল, যদি পারি করি ছল,
বড় নরবলি দিতে দান ॥
ভীরুতায় ভর করি, ছল খল বাণ ধরি,
ত্বরা করি চলিল সকল ।
যথা অমা নিশা ঘোরে, পাপ নিশাচর ঘোরে,
অন্ধকারে হইয়া প্রবল ॥
বিচরে বিঘোর বনে, সতত সভীত মনে,
হীন কায়ে সদা হীন বল ।
যদ্যপি পবন ভরে, তরু দলে পাতা নড়ে,
অমনি দাড়ায় রোম দল ॥
বসন্ত রজনী শেষ, ঘুমের ভীষণ বেশ
অচেতন মনুজ নিকর ।
বনে বনে ঘুরি ঘুরি দুখে পড়ি ভুরি ভুরি
শেষ নিশি থাকিতে প্রহর ।
অতীব আনন্দ চিতে দেখে লোক চারি ভিতে
ধরাসনে শয়নেতে সব ।

পাগ বড় ঘন ঘন বহিতেছে অনুক্ষণ
তেঁই মনে নাহি লয় শব ।।
কতক বুঝিল ফিরে ছাউনি ভিতর ধীরে
প্রবেশে কতক চুপ করি।
অমনি কৌশল রূপে কাঁধে তুলি লয় ভূপে ।
সবে মিলি হাতে পায় ধরি ।।
ছিল রাজা অচেতন তেঁই গুপ্তে নিকেতন ।
যথা কালী কানন ভিতর।
ত্বরা ঘন পদে পদে উপনীত নিরাপদে
কাক্ক সাথি প্রফুল্ল অন্তর ।।
অচল বিরল গুহে ঘোরা ঘন বন ব্যূহে
রূপে রাজে যতন যতনে ।
কিসে নবে তৈর পান 'অগম্য গমন স্থান
হয় হেন প্রকৃতি গোপনে ।।
সবে মিলি ঠিক করে তিন মাস গেলে পরে
পুজিবেক শ্মশান বাসিনী ।
যেমন মায়ের খেলা তেমন পাগল চেলা
ভাল মেলা পাগল মোহিনী

হইল তামসী শেষ ঘুচিল মলিন বেশ
দিনেশ লোহিত রাগ ধরে ।

অনল লোহিত রূপ দেখি তম করি চুপ
দূরে পলায়ন করে ডরে।
উঠে রাজ সেনাগণ অতিশয় ব্যস্ত মন
মনে মনে নানা ভাব ভেবে।
সবে বলে ত্বরাগতি চল যথা নরপতি
জানি গিয়ে করিব কি এবে॥
হায় রে বিপদ কি হা শুকাইয়ে গেল জিহ্বা
সকলে পড়িল ধরা পরে।
বুকে বাজে শেল খর নাহি দেখে নৃপবর
ধরা পরে গড়াগড়ি করে॥
কেহ বলে বাঘে নিছে কেহ বলে কোথা গিছে
আসিবেন কান্দ অকারণ।
কেহ বলে নহে তাই গেলে তিনি কোন ঠাই
থাকিবেন কেন এতক্ষণ॥
সেনাগণ এই রূপে মগন বিষাদ কূপে
কান্দে ভূপ লাগি অনিবার॥
অবশেষে বান্ধে মন চল করি অন্বেষণ
যদি পারি করি প্রতিকার॥
করি বহু পরিশ্রম ঘুচাতে নারিল ভ্রম
বহু বন ভ্রমণ করিয়া।
অগত্যা কি করে শেষে ফিরিয়া চলিল দেশে
সহচর সকলে মিলিয়া।

ঘুমেছে অবশ রাজা ছিল অচেতন ।
গোল শুনি নরপতি মেলিল নয়ন ॥
ভীষণ তিমির ঘন দেখি ভয় পায়
উঠি বসে আঁখি ঘসে করে হায় হায় ॥
মনে মনে কত গণে কত করে ভয় ।
অনুপম ঘন তম স্বরে বোধ হয় ॥
তামসী অভূতপূর্ব্ব গাঢ় পরমাণু
নব শরে ভেদি যারে আসিবারে ভানু ।
কত ভাবে ভূপতি না পায় কারণ ।
ভ্রম মদে নাশ করে অলীক ঘটন ॥
প্রবল পাতাল পুরী তমের আলয় ।
সেই পুরী এই বলি ক্ষণে মনে লয় ॥
ক্ষণে ভাবে দিনে দেখি দিনেশের করে
সভয়ে গোপনে তম কোথা বাস করে ।
ক্ষণে বলে সব মিছা অলীক ঘটন ।
ঘুম ঘোরে বুঝি আমি দেখিছি স্বপন ॥
কিন্তু তবে কেন নানা ভাব মনে লয় ?
শরীরে বেদনা তবে কেন বোধ হয় ?
যাক্ সর্ব্ব ব্যথা ঠিক আছে বিদ্যাধরী ।
আহা তবে কোথা তার সব সহচরী ॥
কোথায় তারকা দল কোথা শশধর ?
কিছু নাহি দেখি প্রাণ করে ধড় ফড় ॥

হাহে৷ দেব নিশাপতি কোথা তুমি এবে ?
হৃদয় দহন দাহে মরি ভেবে ভেবে ।
কোথা সুধাকর তব শীতল কিরণ ?
পাবে না পিবে না মম চকোর কখন ।
কোথায় মোহন তব মুরতি সুন্দর ?
কোথা নবনীত ভাতি সুখদ শিখর
কোথা দলে বিরাজিকা তারকা নিকর ?
উদয় হবে না আর গগন ভিতর ?
খচিত শোভিত তোমা সবে ব্যোম দেশ ,
ধরিবে না আর কিহে রমণীয় বেশ ॥
হায় কোথা গেলে তুমি নিশা মোরতবা ?
মম আঁখি তারা তোমা বিনে দিশা হারা ॥
ঘেরিয়াছে হৃদ আঁখি যেই তম জালে
ঘুচিবে না আর বুঝি অভাগার ভালে ॥
তমোনাশ কোথা তুমি দেব দিবাকর ;
লোহিত রঞ্জিত তব বলে কলেবর ;
ভূধর শিখর চূড়া করি সুশোভন ।
হেমময়ী কর মালা ভূতলে কখন ॥
পাঠাবে না আর কি হে করিয়া যতন ?
ছাড়ি যাবে সবে বুঝি জনম মতন ॥
বল বল নাথ ! আর হবে না উদিত ?
নলিনী মলিনী কিহে রহিবে মুদিত ॥

যাক দূরে না পুরিল নলিনীর আশ ।
নয়ন নলিনী মোর তোল তমোনাশ ॥
কোথা সেনাচয় মম বিভব অতুল ।
তোমা সবে ছাড়া হোয়ে হোয়েছি বাতুল ।
এস এস হাত এই করি প্রসারণ ।
ধরি তোল তব হস্তে সহে না তাড়ন ॥
তোমরা কহিছ কথা শুনি জাল রূপে ।
এই কি উচিত বাপ ছলিতেছ ভূপে ॥
কোথা জায়া আধ কায়া প্রিয়া শশিমুখী ।
জুড়াব কি দেখি কভু হব কিগো সুখী ॥
সুধা মাখা তব সেই প্রিয় আলাপনে ।
বরিষে না কেন সুধা বধির করণে ॥
কোথায় প্রমদা তুমি দুহিতা রতন ।
পিতঃ বলি ডাক মাগো মানসে যতন ॥
যত আশা ছিল মনে সব গেল দূরে ।
আটক ফাটকে এবে যমসম পুরে ॥
কোথায় অমাত্য সব শস্ত্রীর দোসর ।
অভাগা ভূপতি তব ধুলায় ধূসর ॥
কে অর্চিবে তোমাদের মধুর বচন ।
কে পালিবে সব জাতি সুখে প্রজাগণ ॥
তনয় সমান আমি কোথা প্রজাচয় ।
দাঁড়াইয়ে [illegible] আছে করিয়া বিনয় ॥

বিমুখ বিরল স্নেহে আজ হতে হলি ।
ধন জন নিবে এবে পরে বলি ছলি ॥
বিষম বিপদ পাদ জলে পড়ি মরি ।
আর কেন মিছে কান্দি তোমা সবে স্মরি ॥

অধোমুখ, শীত সুখ, হৃদে দুখ, বাণ ।
সেনাগণ, ভীতমন, হতরণ, মান ॥
অতিবড়, শোক ঝড়, বহে খর, তর ।
হীন বেশ, সব শেষ, আসে, দেশ, ঘর ॥
প্রজাগণ, শুনি রণ, বিবরণ, হায় ।
বুক ধরি, ধূলোপরি, গড়াগড়ি, যায় ॥
ধন বলি, গুণাবলী, সব বলী, লোটে ।
সহি বারে, নাহি পারে, বুক ধারে, কোটে ।
আয় কাল, বীর শাল, ধিক জাল, তোর ।
বিভাবরী, সহ করি, নিলি ভরি, চোর ॥
জয় রাজ, কোথা আজ, বীরসাজ, তব ।
কে হরিছে, কেহে নিছে, কোথা গিছে, সব ॥
বিনে জয়, প্রজা চয়, কে অভয়, দিবে ।
ভীত মনে, প্রজাগণ, কেবা সনে, নিবে
পালে বলে, শিষ্ট দলে, দুষ্ট দলে, যে বা ।
তোমা বিনে, প্রজা দীনে, ক্ষেম কিনে, কেবা ॥
এইরূপে, স্মরি ভূপে, মুখ [illegible], পড়ি ।

প্রজা যত, কান্দে কত, খেদ শত, করি।
রাজরাণী, শুনি বাণী, কর হানি, শিরে।
কান্দে বাসে, মৃদু ভাসে, আঁখি ভাসে, নীরে॥
বিভাবরি, বীর হরি, বেন হরি, নিলা।
অবিচারে, শোক ভারে, বাসা মারে, দিলা।
কোথা পতি, তব সতী হীনগতি তরে,
আজ হিয়া বিদরিয়া শোক নিয়া মরে॥
ছাড়ে কায়া তব জায়া ভব মায়া ত্যজি।
কোন্ মুখে কোন্ সুখে রবে দুখে ভজি
সহচরি আহা মরি কিসে ধরি প্রাণ।
শোকানলে প্রাণ জ্বলে নাহি জলে ত্রাণ॥
প্রাণ যায় হায় হায় কি উপায় করি:
ঢলি পড়ে ধরাপরে শিব করে ধরি॥
মন্ত্রীখুড়া বিষ বড়া খলচূড়া মণি।
মুখে ভাল মনে কাল ক্রূর কালফণী॥
হাহা কার অনিবার সমাচার পেয়ে।
মনে মনে, [illegible] পড়ে কোণখনে চেয়ে॥
ভাবে) একবার, সমাচার ঘুরিবারে পারি।
ভনে) ভবে আর ভব কার কার ধার ধারি।
এবে) রাজ্য হব তবে লব সুখে সব ভারি।
ভবে) তবে আর ভব কার কার ধার ধারি॥
লবে) [illegible] নিবে মারি [illegible] রাণী নারী।

(তবে) তবে আর ডর কার কার ধার ধারি।

প্রমদা রূপসী সহ নাথ সুখে।
কাটে কাল দেখি ভাসে মন্ত্রী দুখে ॥
কভু কাক গলে কি প্রবাল সাজে।
শোভে কি পড়িলে হীনে মণি রাজে ॥
কভু কবে পদ্ম থাকে ভেক পদ তলে।
গ্রাম্য সিংহ কবে করি কুম্ভদলে ॥
মনে জপে সদা কত এই রূপে।
পরে জানি কালে গ্রাসিলেক ভূপে ॥
একদা প্রমদে সবলে আনিয়া।
ধমকি কহিছে ভ্রূকটি করিয়া ॥
ছাড় রাজ পুরী তুমি খর বাণী।
নতুবা হইবে তব বড় হানি ॥
চলি যাও বেগে ত্যজি এই ভূমি।
নেহি বেহাল যাওগে মারা তুমি ॥

এইরূপে দিয়ে কত নানা গালি।
দূর করি দেয় দিয়ে সত্যে ডালি ॥
খল বলে লোকে কুট কাল ফণী।
শত ভাল তারা জিনি নর শনি ॥
কবে দংশে অহি বিনা অপরাধে।

বলে ছলে সদা নরে স্বার্থ সাধে ॥
সতী শুনি নিদারুণ এই বাণী ।
পড়ে ভূমি মোহে শিরে কর হানি ॥
ধরি তোলে সখীচয় ব্যস্ত মতি ।
হাহাকার করে সবে শোক বতী ॥
ভূত ভাবিনি মাতঃ ভারক লোকে ।
বল বিলাপে কি সতী নাথ শোকে ॥
শুনিতে বাসনা দয়াময়ী সবে ।
বল বিস্তারি বিলাপ ভাব ভবে ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

প্রমদার বিলাপ

বর্ণন ।

তৃতীয় সর্গ ।

সখিরে !

কত আর ধরি প্রাণ বিনে প্রাণনাথ ।
গৃহকাজ পরি হরি, জেলে এস ত্বরা করি,
করিল কে প্রাণ হরি আজি অকস্মাৎ ॥
এই আসি বলে গেল, ফিরে না এখন এল,
কেমনে ধরিলো শিরে হেন বজ্রপাত ।

যাগো সখি কথা ধর, বিরহে নিস্তার কর,
মিলাও নীরদে আনি চাতকীর সাত ॥
সখিরে !
বিনে প্রেমময় সেই রমণ প্রমদ।
বাঁচে না প্রমদা আর, ধরিবে না দেহভার,
ত্যজিবে অবশ্য এই অনিত্য সম্পদ ॥
ত্যজিবে অশন বেশ, বশন ভুষণ ক্লেশ,
ত্যজিবে আলয় এই দুখের আস্পদ।
ধিক প্রেম হীন দেশ. নীর হীন মরু বেশ.
পদে পদে দুখ রাশি প্রসর বিপদ ॥
সখিরে !
প্রমদে আনিয়া নাশ মম দুখ ভার।
বিরহ তরঙ্গ অতি, প্রেম পোত হীন গতি,
বাঁচে কি বিহনে সেই প্রেমকর্ণধার ॥
ডুবিল ডুবিল তরি, কে রাখিবে রক্ষা করি.
এই কি রে সখি তোর প্রিয় ব্যবহার।
যাগো সখি কথা ধর, বিরহে নিস্তার কর,
অভাগিনী বলি কি রে এত অবিচার ॥
সখিরে !
বাঁচে কি মীনালি বিনে সলিল সঞ্চার।
বিরহ তপন রোখি, নিচ্ছে চিত্ত নীর শোষি,
কেমনে বাঁচি লো বল আমি মীন ছার ॥

ঘন ভুতে বাস করি, কেমনে পরাণ ধরি,
প্রেম জলে সদা আমি করি লো বিহার।
যাগো সখি কথা ধর, শিরেহে নিস্তার কর,
ডাক প্রেম নীর নিধি প্রমদে আমার॥
সখিরে!
বিরহ তামসী আসি গ্রাসিল হৃদয়।
জ্ঞান আঁখি হল রোধ, গেল হিতাহিত বোধ,
আকুল মানস হীন অখিল নিচয়॥
ভীত চিত কেঁপে মরি, কে নিবে তিমির হরি,
কাঁদে সখি সকাতরে করি লো বিনয়।
যাগো মোর কথা ধর, তিমিরে নিস্তার কর,
বল গে প্রমদে হেথা হইতে উদয়।
সখিরে!
কোথায় প্রমদ সেই প্রেম সুধা কর।
না হেরিয়ে সেই মুখ, তিরোহিত সব সুখ,
মানস চকোর সদা করে ধড় ফড়॥
কোথা হতে রাহু আসি, নিল মোর নাথ গ্রাসি
রাখিবে গ্রহণে কত ক্ষণ অগোচর।॥
যাগো সখি এই ধর, বিরহ কুলিশ পর,
মারি রাহু ত্রাণ কর নাথ কলেবর॥
সখিরে!
কত সুখে হেরিয়াছি সে সুখ নিলয়।

কত সাধে এই আঁখি, বঁধু আখি পরে রাখি,
করেছি উভয়ে সুখ আঁখি বিনিময়।
হায় যদি অকস্মাৎ দুই আঁখি সমপাত,
হইত, হইত ঘোর লাজের উদয়।
অমনি নয়ন মোর, মুদিত করিয়া জোর,
প্রাননাথ থাকিতেন মানিয়া বিস্ময়।
সখিরে!
কোথায় এখন সেই সুচারু বদন।
কোথা সে নয়ন তার, কোথা বা সে সুখ আর,
সুখকরী কোথা সেই মুরতি মোহন।
এবে আঁখি অনিবার, ঘোরে তাকে দেখিবার,
কোথা দেখা পাবে সুধ তিমির লোচন।
যাগো সখি কথা ধর, তিমিরে নিস্তার কর,
প্রাণনাথে আনি দাও আমার সদন।
সখিরে!
বিষম বিরহ দাহ বড়ই প্রবল।
সহজে অবলা নারী, যাতনা সহিতে নারি,
দেখ না শরীর মোর সতত দুর্ব্বল।
শোক শেল খরতর, দেহমন সকাতর,
দেখ না নয়ন মোর সতত সজল।
সখি রে উপায় বল, দাও বিষ হলাহল,
বিষে বিষ করিবেক অবশ্য তরল।

সখিরে !

চিতার অনল জিনি চিন্তায় দহন।

চিতার অনল ছার, দহে মৃত দেহ তার,

চিন্তা দহে দেহ মোর সহিতে জীবন।

ছটফট করি মরি, নরকে যথায় ধরি,

পাবক প্রখর করে পাপির পীড়ন।

ওগো সখি কথা ধর, দহনে নিস্তার কর,

ডাক নব ঘন মোর প্রমদে সঘন।

বিষম বিরহ তাপ পারি না সহিতে,

সখি পারি নারে আর।

কে হেন সুহৃদ আছে, গিয়ে প্রাণ বঁধু কাছে,

কহিবে মধুর ভাবে মম দুখ ভার।

কে আছে আমার সম, কে জানে মরম মম,

কে যাবে আমার তরে আমি অতি ছার।

নাহি কিরে এক জন, শুনি হেন আকিঞ্চন,

দয়াতে রসে না চিত্ত করিতে নিস্তার।

প্রমদ উদ্যানে চল জুড়াইতে হিয়া,

সখি সত্বর গতিতে।

প্রাণের প্রমদ মোর, ঘোর প্রেম আশে ভোর,

আছেন নির্ঝর পারে আমারে জপিতে।

মুদিয়া যুগল আঁখি, ছাড়ি দিয়া মন পাখি,

আকুল মানসে আছে দাসীরে ভাবিতে।
ধর সখি কথা ধর, চল ধরি নম কর,
কি কায করিয়া গৌণ চল গো ত্বরিতে।

এই কি রে সেই দ্বার খচিত রতনে,
সখি অপূর্ব্ব ভূষিত।
আহা দুখে মরি মরি, কে নিল সে রূপ হরি,
রূপ নীরনিধি আজ কেন গো শোষিত!
কেন গো রতন চয়, দেখায় তিমির ময়,
কেন শোক বেশ তাতে দেখি বিকশিত।
যতনে সুধাও দ্বারে, সমলিন কেন তারে,
দেখি আজ, সেও কি গো বিরহে তাপিত।

চল প্রয়োজন নাহি বিলম্বে হেথায়,
সখি প্রবেশি উদ্যানে।
যথা নাথ যোগাসনে, অধোমুখে সুখমনে,
মুদিয়া যুগল আঁখি আছিলেন ধ্যানে:
চল দেখি প্রেমময়ে, জুড়াইব আঁখি দ্বয়ে,
শশি মুখ দেখি সখি জুড়াইব প্রাণে।
দিয়ে মন প্রেম পাশ, তার হৃদ গলে ফাঁশ,
দিব নিব অবশ্য রে নম বাটী পানে।
আহা রে ইকি রে দেখি, সব ছারখার সখি,
লাবণ্য বিহীন।

রমণীয় মনলোভা, কোথা সে বাসন্ত্য শোভা,
কোথা সে প্রসুন বেশ সুসাজ প্রবীণ।
কোথা সে মলয়ানিল, কোথা বাস চারুশীল,
কোথায় মধুর রব মানস মোহন।
শাখি পরে বসি পাখী, দুখে বিগলিত আঁখি,
দেখ দেখ ওর রূপ হয়েছে কেমন।

নাই রে বিটপী দলে, সেই চারু শোভা সখি,
সেই রস বেশ।
নাই ফলময় সাজ, রব হীন পিকরাজ,
নাই নাই নাই কিছু সকলি নিঃশেষ।
অয়ি ফল তরু চয়, কেন দেহ শোক ময়,
কেন শোক শেল চিতে করেছে প্রবেশ।
আহা দুখে মরি মরি, এস করি ধরাধরি,
কান্দি মোরা মিলি সবে ভাবিয়া প্রাণেশ,

চল না চল না যাই তরুর নিকটে সখি,
ওরা মোর সম।
বিরহ যাতনা-রোগ, করিতেছে সম ভোগ,
দুখ পায় মোর লাগি সদা নিরুপম।
মম ভুজে ওকে বাঁধি, চল গলা ধরি কাঁদি,
হইবে অবশ্য শোক কিছু হ্রাসতম।
হ্যাদে তোর পায় ধরি, চল না লো ত্বরা করি,

অবশ্য অবশ্য কিছু পাব উপশম।

তরু শাখা দলে ও কে করে সর সর, সখি
জান কোন জন।
বুঝি বায়ু ব্যগ্রমনে, আলিঙ্গিতে শাখিগণে,
বিনতি করিছে অতি মানস মতন।
কিন্তু শোকাকুল শাখী, পত্রে দেহ ঢাকি রাখি,
বলিতেছে, সর সর তেঁই অনুক্ষন।
ছিছি ই কি আচরণ, কেন দিছে প্রতাড়ন,
করে বিরহিণী গণে পাপ প্রভঞ্জন।
এস চল যাই কিছু বলি অনিলে রে, সখি
কেন এত মান।
বঁধু গেছে সবে ছাড়ি, তেঁই ওর পদ ভারি,
তেঁই বিরহিণী গণে করে অপমান।
ধিক রে অনিল তুমি, ধিক তব বাস ভুমি,
নাশিলে পাপিষ্ঠ তুমি সকল সম্মান।
মোরা রে তাপিত বালা, কেন দেও মিছা জ্বালা,
বিরহ অনলে কেন কর ঘৃত দান।

গুণ গুণ করি কে রে গুঞ্জরে প্রসূনে, সখি
বুঝি মধুকর।
ও যে করে গুণ গুণ, মনাগুণ শত গুণ
বাড়িছে, পড়িছে মনে, সেই গুণ ধর।

সখি রে বচন ধর, তাহারে নিষেধ কর,
গুঞ্জনে গঞ্জনা বাড়ে হয় খরতর
যদি থাকে ওর সাধ, কেন সাধে মোর বাদ,
করুক বঁধুর কাছে গুণ গুণ স্বর।

দেখি-দুখ দশা হেন প্রমদ বিপিনে-সখি
এই মনে লয়।
মোর প্রাণ প্রিয়জন, নাহি পায় দরশন,
থাকিলে কি এমনি কি রে হোত শোকময়।
রূপগুণ যত ছিল, প্রাণনাথ হরি নিল
যেমন হরিয়া নিছে মম সুখ চয়।
তথাচ সহে না প্রাণে, একবার সেই স্থানে,
যাব সাধ দরশনে যাব রে নিশ্চয়।

আহা একি দেখি সখি সব শূন্য ময়, সখি
সব অন্ধকার।
এই সেই স্থান পড়ি, শোক শেল বুকে ধরি,
নাই সে লাবণ্য আর নির্ঝরের পার।
নাই সে মুকুতা দল, মলিন নির্ঝর জল,
রব ছাড়ে যেন শোকভারে চাপা ঘাড়।
সে মূঢ় বিরহ পাপ, ঘটায়েছে এই তাপ,
আকার দেখিয়ে আমি জেনেছি রে সার।

চল্ না সনাই সখি নির্ঝর নিকটে, সখি

কি কায হেথায়।

সুধাই উহারে গিয়ে, কেন শোকময় হিয়ে,
প্রাণেশ ছাড়িয়া ওরে গিয়াছে কোথায়
ও যে মোর সুখে সুখী, মোর চির দুখে দুখী
চল সখি ওর কাছে যাই লো ত্বরায়।
ওর দুখ নীর সনে, মোর আঁখি-নীরগণে,
মিশাইয়ে এক মনে ভাবি গে তাহায়।

কি শুনি রে প্রাণ সখি, শুন কর্ণপাতি, রে
শুন বাস পানে।
যেন মৃদু মধু স্বরে, যেন দুখ শোক ভরে,
প্রিয়ে বলি শিরে কর হানে।
ঐ শুন বলে প্রিয়ে, আসিয়ে জুড়াও হিয়ে,
তব শোকে মরি মরি প্রাণে।"
চল সখি ত্বরা যাই বুঝি প্রেম ময়
এসেছেন কৃপা করি দাসীর আলয়।

কাতর হয়েছে নাথ কান্দিয়া কান্দিয়া, রে
অভাগীর তরে।
নতু বা আমার মন কান্দে কেন ঘন ঘন,
দেহ ক্ষীণ তার শোক ভরে।
সদা শোকে সকাতর, এই দেখ কলেবর,
হাঁটিতে মাটিতে চলি পড়ে।
নিশ্চিত নিশ্চিত সখি জানিও নিশ্চিত।

প্রমদা প্রমদে ভেদ নাহি রে কিঞ্চিৎ।

চল সখি ত্বরা করি যাই নাথ পাশে, রে
যাই পুনবাসে।
পাছে সীতা পতি মত, বিলাপিয়া শত শত
বনে বনে যান মোর আশে।
অথবা কামনা জলে. বিরহ বেদনা বলে
দাসীরে স্মরিয়া দেহ নাশে।
বিফল সকল তবে সকল বিফল।
প্রমদা মরিবে পান করিয়া গরল।

চলে না কেন রে পদ মনের মতন, রে
মনের মতন।
দেখ মোর দ্রুত মন, গিয়েছে সে কতক্ষণ
মোর প্রাণনাথের সদন।
কিন্তু এই ছার পদ, দেখে না বিপদ পদ
শিরোপরে চাপা অনুক্ষণ।
মন যদি কথা কত্তে পারিত আমার
তবে কি ভাবনা কিছু ছিল প্রমদার?

এই না রে বাস সখি এই না রে বাস, রে
এই না রে বাস।
কোথা গেল সেই রব হায় শূন্যময় সব
হায় সব আশা হল নাশ।

সহে না বিরহ আর, সহে না যাতনা ভার
আন সখি আন থর পাশ।
কিন্তু সখি যদি আমি মরি এবে, তবে
প্রাণ নাথে নাথ বলি কে বা আর কবে!
হ্যাদে সখি দেখ দেখি ওকি দেখা যায়!
অশোক বিটপিতলে দাঁড়াইয়া দুখানলে
সতৃষ্ণ নয়নে ঘন চায়।
যেন চির পরিচিত অতিবড় ব্যগ্র চিত
প্রেম বিকাশিছে প্রতি গায়।
কেন রূপ দুখ-কর, বল তব ধরি কর,
আমার মতন কি রে ও কি দুখ পায়।

র রে সখি কিছু কাল দেখি রে ভাবিয়া
প্রাণের প্রমদ না কি, ছদ্মবেশে করি ফাকি,
আসিল জানিতে মম হিয়া।
এস এস প্রাণনাথ ইকি দেখি অকস্মাৎ
কেন ছল নিকট আসিয়া।
এই মোর হৃদ দ্বার, খোলা আছে অনিবার,
প্রবেশিয়া জান সব কি কায ছাপিয়া।

দেখ নাথ দেহ মোর মলিন কাতর।
সেই রূপ সেই বেশ, তোমা বিনে সব শেষ,
অবশেষ দুখ খরতর।

গিয়াছে লাবণ্য মোর, বিরহ তিমির ঘোর
ঘেরিয়াছে মনে নিরন্তর।
সতত ধুলায় পড়ি, ভাবিতে ভাবিতে মরি,
আহা তব মন কি হে কঠিন পাতর

এস প্রেমময় এই ধর মোর কর।
এস বন বিচরণ, হক শোক নিবারণ,
যাক দূরে হৃদ দুখ খর।
যাক যত মন স্তাপ, সেই পাপ ফুল চাপ,
যে করেছে মন জর জর।
তুমি যেই হলে বাম, তেঁই সেই খল কাম,
ধরেছিল নাথ বড় মুরতি প্রখর।

চল বাসে হেথা নাথ নাহি প্রয়োজন
তোমার বিরহে বাস, বান্ধি গলে দুখ-পাশ,
হীন বেশ করেছে ধারণ।
নাহি তাতে সুখ লেশ সদা শোক ময় বেশ
সদা মোর তিমির লোচন।
ঐ প্রতিরব ছলে শুন বাস তোমা বলে
চল বাসে হেথা নাথ নাহি প্রয়োজন।

বিরহ বেদনা নাথ বড়ই বিষম
মন মন নিশি দিন বিরহ চিন্তাতে লীন
সংজ্ঞা হীন ধৈরযে অক্ষম।

সবে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাকে জপেন হিয়ে
দশা নিয়ে হেন অনুপম।
যদি কিছু ধরি করে, অমনি খসিয়া পড়ে
তাপিত মানসে কভু নাহি উপশম।

ও কি নাথ ধীরে ধীরে কেন দূরে যাও
এস চল নিকেতন, জুড়াক তাপিত মন
যেওনা যেওনা মাথা খাও।
যাও নাথ ছাড় ছাড় মোর মনে শোকানল
দেখিয়া কি দেখিতে না পাও।
আমি দুখ দাহে মরি তুমি ছার ভাব ধরি
চাতুরী করিয়া দুখ বাড়াইতে চাও।

আহা নাথ কোথা তুমি গেলে আচম্বিত।
এই কি সুহৃদ-রীত, নাহি মানি হিতাহিত
চলি গেলে হরিয়া সম্বিৎ।
তব প্রেম-আঁখি ঘোর, দেখি হেন দশা মোর,
ত্যজি মোরে মুদিল ত্বরিত।
ধিক নাথ তব চিত, প্রেম হীন প্রেম নীত,
হলেম তোমার কাযে বড়ই বিস্মিত।

আহারে সখিরে আমি কি করি এখন
জীবন সম্পদ ধন, ছাড়ি প্রেমাধার মন
গেল হায় করি পলায়ন।

কিন্তু আমি অভাগিনী তার প্রেম বিলাসিনী
কি সে করি ধৈরয ধারণ।
বিনতি তোদের পদে, ডাকি প্রাণ সে প্রমদে,
আন ত্বরা যথা পাও করি বিচরণ।

এই যে ছিল রে সখি অশোকের মূলে।
প্রেমাশ্রু গলিত আঁখি, তরু মূলে পদ রাখি,
মৌন ভাবে দাঁড়ে ছিল ছলে।
কান্দিলাম কত মত, আঁখি নীর ধারে শত,
বহিল ভাসিল বুক জলে।
যেই বাড়ালেম হাত, অমনি বায়ুর সাথ
মিশি গেল ফেলি মোরে চির শোকাচলে।
ধিক রে অশোক তরু ধিক তোরে শত।
ধিকরে অশোক মূল, প্রমদা-অসুখ মূল
ধিক্ সবে দিব মনোমত।
ধিক তরু তব কায়ে, আশ্রিত সে প্রেমরাজে,
রাখিলে না হয়ে অবনত।
ধিক মূল তুমি অরি, রাখিলে না কেন ধরি,
স্পর্শ সুখ বোধ তোর হয়েছে কি গত?

সখি রে সখি রে মোর ধরয়ে বচন।
আন রে লেখনী মসী করিব রচন।
প্রাণ বঁধু যথা আছে, পাঠাব তাঁহার কাছে,

কোমল মধুর বাক্যে বিলাপি এমন।
যেন সে পাষাণ চিত, হয়ে যায় বিগলিত,
যেন কেন্দে কেন্দে করে দাসীরে স্মরণ।

সুস্থির করেছি তাল হ্যাদে সখি শুন
পাঠাব অনিলে স্তুতি করি পুনঃ পুনঃ
বিনয়ে করুণ স্বরে, কায সাধিবার তরে,
সাধিব তাহারে আমি হয়ে অতি ন্যুন।
কোমল তাহার রীত, অবশ্য সাধিবে হিত,
করিবেনা সখি কভু বিরহিণী খুন।

প্রভঞ্জন নিবেদন তোমার সদন।
করি বিরহিণী আমি মানস যতন।
রাখি মোরে চির ক্লেশে, প্রাণকান্ত দূরদেশে,
গিয়াছে মানসে জ্বালি অনল ভীষণ।
যদিহে বচন ধর, যদিহে করুণা কর,
নিবারিতে পার তবে তুমি হে পবন।

রচেছি প্রবন্ধ এক বিশেষ যতনে।
জানি না নাথের কাছে পাঠাব কেমনে।
বিরহযাতনা ভার, আরো নিষ্ঠুরতা তার,
লিখেছি বিলাপি সব ললিত গাঁথনে।
কিন্তু আর্য্য তুমি বিনে, কে তারিবে এই দীনে,
কে সাধিবে দূত কায দুখিনী কারণে

যদি বল আছে মন পাঠাইতে তারে।
সে দুখের কথা আমি কব আর কারে।
যে অবধি প্রাণনাথ, ছাড়ি গেছে অকস্মাৎ,
সরল বিমূঢ় মন গেছে ছারে খারে।
কোথা পাই সেই মনে, সে আছে বঁধুর সনে,
কে পাইতে পারে তারে কে পাইতে পারে ?

তবে কি না আছে বটে বাসনা আমার।
কিন্তু গুরুতর ভার শরীর বিস্তার।
সতত নাথের তরে, অপার বাসনা করে,
এত বড় ভার নিয়ে চলা অতি ভার।
গুরু পীন দেহ যার, বেগ গতি কোথা তার,
অতেব কেমনে যাবে সে বাসনা ছার।

বিনতি তোমায় তুমি জগত জীবন।
প্রাণনাথ হাতে দিও করিয়া যতন।
বলিও আমার কথা, দেখিলে অবস্থা যথা,
মৌখিক প্রকাশে কিছু আছে প্রয়োজন।
লিখেছি রচনা যাহা, এই শুন পড়ি তাহা,
বল শুনি হয়েছে কি কোমল রচন।

পত্রিকা।

প্রণতি চরণে নাথ করে অনাথিনী।

বিতরি করুণা পড় লিখে যা অধীনী।
কত যে যাতনা পেয়ে, কত আশা-পথ চেয়ে,
ধরেছে লেখনী কত ভয়ে যে তাপিনী!
পড়িও পড়িও নাথ! জানিবে অবশ্য তাত
কেমনে রেখেছ তারে করি পাগলিনী।

বিরহ কুলিশ খর মারি অকস্মাৎ।
যে অবধি ছাড়ি তারে গেছ প্রাণ নাথ॥
নাহিতার সুখলেশ, রূপগুণ সব শেষ,
অশন বিহনে তনু লীন তুমি সাৎ।
শরীর শকতি রোধ, নাহি বাহ্য বোধাবোধ,
বুকে আসি মিশে ধারে যত অশ্রুপাত।

আঁখি মুদি থাকে কিন্তু মন দুরাচার।
উথলিয়া তোলে শোক চিন্তা পারাবার।
কত যে মানসে উঠে, কত যে হৃদয়ে ফোটে,
প্রকাশিতে নাহি দেয় ছার লজ্জা ভার।
কিন্তু নাহি হেন জন, বুঝিবেক তার মন,
খিন্নন বুঝিয়া করিবেক প্রতীকার।

তোমায় দেখেনা বলি, যে দিগেতে চায়,
সতত তাহার আঁখি বিষাদ ঘটায়
দেখে যত বস্তু চয়, কিন্তুখ কি সুখ ময়,

দেখে সে বিরহ-ময় শোকে জড় প্রায়।
তাপিত্ত কি মনোরম, সে দেখে সকল সম,
বিরহ দংশিত যেন করে হায় হায়।

বিরহ অনল দিয়ে তাহার হৃদয়।
গিয়াছ গিয়াছ বটে তুমি হে নিদয়।
কি শয়নে কি স্বপনে, বিরামে কি বিচরণে,
মনেতে উদয় হয়ে তুমি মনোময়।
বল কেন অবিচারে, সেই পোড়া মনাগারে,
অনলে অনল জ্বালি দেও মহাশয়?

অতেব মিনতি নাথ! তোমার চরণে।
বিতর করুণা কণা দুখিনী কারণে।
তবু ওহে প্রেমময়, যদি দয়া নাহি হয়,
তবু যদি নাহি আস অভাগী ভবনে।
সবে না সবে না আর, সবে না সে শোক ভার,
তোমাকে স্মরণ করি ত্যজিবে জীবনে

ইতি তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

প্রমদের অবস্থা

বর্ণন।

বজ্রসম নিদারুণ বাক্যবাণ খর।
প্রমদ গোচরে যবে বলে মন্ত্রীবর॥
অমনি ধরণী পরে পড়ে গুণমণি।
বিনে ঘন যেন শিরে পড়িল অশনি॥
হায়রে দুখদ কিবা, কিবা শোককর।
ধরাসনে শায়ী প্রমদের কলেবর॥
সুগন্ধি চন্দনে যেই দেহ অনুক্ষণ।
সাজাইত মনসাধে মনের মতন,
প্রমদা রূপসী বসি গোপনে যতনে।
হায় সেই দেহ আজ লুন্ঠিছে ভু সনে॥
যেই দেহ মুকুতাদি রতনে খচিত।
ক্ষণে ক্ষণে সমুজ্জ্বল বসনে ভুষিত॥
প্রমদা ধনির সেই আদরের ধন।
হায় আজ ধরাতলে পড়ি অচেতন॥
কিছুকাল গতে পান চেতনা প্রমদ।
রোদন করেন দুঃখে অতীব দুখদ॥

নাহি প্রয়োজন নাত। বিলাপ বর্ণন।
প্রমদার খেদ মোরা করেছি শ্রবণ ॥
জনমিলে প্রমদের দিব্য জ্ঞান শেষ।
সংসার বিষয় রসে ঘটিলে বিদ্বেষ ॥
ধরিয়া সুধীর ভাব, ধরি নিত্য জ্ঞান।
অস্থায়ী অনিত্য রসে উপদেশ দান ॥
করিলেন, যেইরূপ মধুরতা সনে।
শুনি দয়াময়ি এই অভিলাষ মনে ॥

প্রমদের পুনরায় দিব্যজ্ঞান
উপস্থিত ও স্বীয় মনের
প্রতি উপদেশ।

বৃথা কেন অকারণ ওরে মূঢ় মন।
অনিত্য বিষয় সুখে হইছ মগন ॥
ছার ললনার ভাবে লয় করি কায়।
ঈশ ছাড়ি বিষ পান করিতেছ হায় ॥
যাঁর প্রেমে করে বিশ্ব প্রকৃতি রঞ্জন।
দিব্যজ্ঞান নেত্রে দিলে যাঁর প্রেমাঞ্জন ॥
তাহা জিনি ভামিনীর ভাব কিরে ভাল।
যার প্রেমরসে শুদ্ধজ্ঞান করে কাল ॥
যে মুখ লাবণ্য দেখি ভুলেছিলে মন।

যে আঁখি কটাক্ষ বাণে মত্ত অনুক্ষণ ॥
সেবিত আশার সার সে যৌবন ধন।
সকলি কালেতে কাল করিবে নিধন ॥
যে দশন অনুক্ষণ মৃদু হাসি ছলে।
প্রকাশিত তুচ্ছ গণি শুভ্র মণি দলে ॥
হবে কি না মন তাহা বিকৃতি কখন ?
যাবেনা যাবেনা কিরে পড়িয়া দশন ?
ভাসিতে আনন্দ নীরে যে পৌরুষ ভাষে।
একি ভাবে রবে তাহা ছিলে এই আশে ॥
বিষয় বিলাসী ওহে মন মত্ত বর।
মোহিনীর মায়া কিরে এত মোহকর ॥
জাননা বার্দ্ধক্য যবে হইবে প্রবল।
সেই হাসে সেই ভাষে ঢালিবে অনল ॥
জলদ বরণ জিনি সুরাগ ভূষিত।
চিকন চিকুর রাজি মণি বিরাজিত ॥
কত সাজে কত শোভা পেত শিরোপরে।
কতবা আনন্দ দিত তোমার অন্তরে ॥
শ্বেত মণি বিরাজিত সেই শ্যাম কেশ।
চিরদিন রবে কিরে ধরি সেই বেশ ?
ছিছি মন জান নারে সেই শ্বেত মণি।
কত দিন শোভা পাবে হয়ে শিরোমণি ॥
শ্যাম কেশ শ্বেতরাগ ধরিবে যখন।

শ্বেতমণি শোভা ফিরে পাইবে তখন ।
সমভাবে চির দিন যাবেনা যাবেনা ।
এই দিন চির দিন রবে না রবে না ॥
অনিত্য ধামের তত্ত্ব জান না অধম ।
যাহা যত প্রিয়তর তত নাশ্য তম ॥
এই যে বিটপী গণ স্বরূপ রঞ্জিত ।
এই যে নিকুঞ্জ বন ভ্রমর গুঞ্জিত ॥
এই যে প্রসূন রাজি বিরাজিত শাখী ।
এই যে মানব মন মোহকর পাখী ॥
এই যে লতিকা চয় সুচারু সম্পদে ।
মোহন মূরতি ধরি আছে মনোনদে ॥
এই যে সুরভি বহ মলয় পবন ।
সাধিতে প্রকৃতি হিত সতত মগন ॥
এই যে ভ্রমরগণ গুণ গুণ স্বরে ।
প্রিয়জন গুণ গান করে অকাতরে ॥
এই যে দেখিছ যত বসন্তের দল ।
রমণীয় সজ্জিপায়ি করে কলবল ॥
এই দিন চির দিন রবে কি তাহার ॥
বসন্তের অন্ত কি রে নাহি হবে আর ?
এই যে বিপিন দেখ দুর্গম প্রবীণ ।
পশুজাতি পরিপূর্ণ মানব বিহীন ॥
দেখ মন প্রকৃতির কিবা আশ্চর্য্য গতি ।

রম্য হর্ম্ম্যে সুশোভিত এই বন অতি ,
ছিল কোন কালে, এরে সে সব কোথায় ?
কাল-দাঁতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছেরে হায় ।
কোথা মহারাণী এবে কোথা নরপতি ।
কোথা সৈন্য অগণন কোথা সেনাপতি ।
ভীষণ বিকট মূর্ত্তি প্রবল প্রতাপ ।
কেশরী নিয়েছে রাজ্য কিবা পরিতাপ ॥
পশু রাজা পশু সৈন্য পশু কর্ম্ম চারী ।
সেনাপতি শার্দ্দুল ভীষণ মহামারী
করে নিরীহ শ্রেণীতে, নাহি দয়া লেশ,
স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ্যে কেহ করে না প্রবেশ ॥
এই যে দেখিছ এবে বিমল আকাশ ।
কে জানে কখন হবে মেঘের প্রকাশ ॥
প্রকৃতি-প্রসন্ন-মুখ ঘুচিয়া যাইবে ।
কাল রাহুরূপে মেঘ তপনে গ্রাসিবে ॥
কখন প্রকৃতি হাসে তপন কিরণে ।
কখন নীরদ নীর ঝরেবা নয়নে ॥
কখন পর্য্যঙ্কে লোকে সুখে নিদ্রা যায় ।
কখন লুণ্ঠিত দেহ বালুকা শয্যায় ॥
মার্জ্জিত সুগন্ধি মাখা সুন্দর গঠন ।
পতিত বসুধাতলে শৃগাল অশন ॥
সুকুমার মতি শিশু দেখি সুখে হাসে ।

কাল মুখে দেখি পুনঃ আঁখি নীরে ভাসে ॥
স্থির নাই কিছু এই অনিত্য ভুবনে।
তবু মূঢ় নর সব মত্ত ভব ধানে ॥
সুধা মাখা যেই প্রেম বিরহ রহিত।
অঙ্গে মাখ সেই প্রেম এই সে উচিত ॥

কোন বিরহির

প্রতি

উপদেশ।

অহে নর বল বল, কেন আঁখি ছল ছল,
ঝরে জল কিসের কারণ ?
কেন হেন চাঁদ মুখ, মলিন বিহীন সুখ,
কেন দুখ হৃদয়ে ধারণ ॥ ?
কেন দেহ ধরা পরে, মুখে নাহি রব সরে,
ভাব ভরে না জানি কেমন।
সজল নয়ন রাজ, যেন ঘোর ঘন রাজ,
আজ সাজ কেন হে এমন ॥ ?
দেহ গত অশ যত, সব আসি পরিণত,
শোক তাপে উক্তি আঁখি ঝাকে।
বল বল ছাড় ছল, কেন ঝরে আঁখি জল
কেন পাড়ি [illegible] কি ধার ॥ ?

কোলে বসি মন সুখে, পয়োধর দিয়ে মুখে,

দুদ পান করিয়াছ যাঁর।

যাঁর মায়া রস ভরে, ধরিয়াছ কলে বরে,

বুঝি কাল হয়েছেরে তাঁর॥

ধরা ধামে কেবা আছে, মায়া গুণে মার কাছে,

মার মত শরীর পোষিকা।

ভাল, জানি জানি বাপ, জননী-বিরহ তাপ,

অতি বড় শরীর শোষিকা॥

যদি ইহা নাহি হবে, বল ওহে কেন তবে,

দেহে রোগ শোকের বিকার।

সহোদরী সহোদর, গুণ ধর বন্ধু বর,

কিম্বা কাল হয়েছে পিতার॥

ভাল মনে পড়ে এবে, পেলেম অনেক ভেবে,

প্রিয়তমা প্রেমের আধার।

জানি জানি সার স্থূল, অনিত্য প্রেমের মূল,

বুঝি কাল হয়েছে তাঁহার॥

চারু ভুরু আঁখি রস, নাসা মুখ অঙ্গ পস,

ক্ষণে ক্ষণে মানসে উদিত।

কি কায করেছে কবে, সদা মনে আসে সবে,

আছে আছে আমার বিদিত॥

হায় তুমি জান যারে, কেন শোক পায় বারে,

মিছা মিছি দিতেছ দাতার।

অনিত্য ধামের তত্ত্ব, নাহি জান তুমি মত্ত,
তেঁই কান্দ না করি বিচার ॥
মোহিনীর মোহ জালে, দৃঢ় বান্ধিয়াছ তালে,
তেঁই পড়ি কর হায় হায় !
তাহে দেহ ক্ষীণ অতি, বিকল অবশ মতি,
সতী হারা পশু পতি প্রায় ॥
কাল অশনীয় নিয়ে, হিতা হিত পাসরিয়ে,
হাহা কার কর অনিবার ।
প্রমদা পিরীতিখল, প্রেম বিষে ঢল ঢল,
সদা দেহ থাকে মোহে তার ॥
বিবেক বিরাগ ছাড়ি, অসারে প্রয়াস ভারি,
জ্ঞান হীন মনুজ মানস ।
সহজ সুলভ অতি, তাহে মানবের মতি,
ধরে প্রেম প্রমদা সরস ॥
অচল চূড়ার পরে, কঠিন পাষাণে ধরে,
সার বান বিটপী নিচয় ।
বাড়ে ধীরে ধীরে অতি, সুতেজ সুফল বতী,
কালে হয় সারের নিলয় ॥
কিন্তু সার হীন যত, গিরি গুহে শত শত,
হয় ক্ষয় পায় অনিবার ।
নিত্য প্রেম সুধা সার, অনিত্য বিপদ ভার,
ক্ষয় শীল দুঃখের আধার ॥

প্রমদার প্রেম বিষ, জিনি কাল আশীবিষ,
অতি বড় বিষম তাড়ন।
হয় ফণী বিষে মরে, নতুবা ভেষজে ধরে,
দুই মতে দুখের বারণ ॥
কিন্তু প্রেম হলা হল, যদি ধরে করি বল,
যদি ছায় হৃদি এক বার।
আমরণ সদা তারে, জ্বর জ্বর করি মারে
আর তার নাহিক নিস্তার ॥
বিসদৃশ প্রেম জ্বালা, দেহ মন করে কালা,
কেবলে অবলা জাতি নারী ?
নিতান্ত সবলা তারা, তেই লোক যায় মারা
দুর্ব্বল করিয়া ফেলে ভারি ॥
অতেব বচন ধর, নিত্য প্রেমে লীন কর,
কর তাহে মানস তোমার।
নিরাময় নিরঞ্জন, মাখ তাঁর প্রেমাঞ্জন
মনে সুখ পাইবে অপার ॥
সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার নাম, মন জানি মনস্কাম,
পুরাবেন সতত তোমার।
নারবে বিরহ ভয়, তাঁর সত্বা সর্ব্বময়,
তিনি সর্ব্ব ভূতের আধার ॥

বসন্তে প্রকৃতির প্রতি উপদেশ।

অয়ি সতি ! প্রকৃতি গো কেন বল বল।
মান মদে মজিয়াছ পাতি রূপ ছল॥
সৌরভে শরীর মাখি, চাঁকি কলে বর।
প্রসূন বসন সাজে অতি মনোহর॥
বিকাসিয়া রূপ ছটা করিছ বিহার।
সকলে মগন দেখি তোমার বাহার॥
মুগ্ধ মন অনুক্ষণ অনুচর গণ।
সেবিতেছে সদা সবে করি এক মন॥
ললিত কুজিত ছাড়ি যায় পিক বর।
মলয় অনিল বহিতেছে সর সর॥
কিন্নর সেতাবা রাগ কত গুণ ধরে।
মোহ যায় সবে ভ্রমরের স্বরে॥
ধিক তব মান মদ রূপ চারু তর।
কত দিন রবে এই রূপ মনোহর?
সতত সৌরভ মাখা এই কলেবর।
কত জানি পচা জলে করে ভুঁড় ফড়
প্রসূন শয়নে শায়ী এই দেহ তব।
ঘন ঘাস সনে মিশি রবে রূপ সব॥
যত জন বান্ধা মন সেবিতেছে এবে।
সগরে পলাবে তুমি পাবে না গো ভেবে॥

ভব ভাব মিছা সব বিভবের খেলা ।
বিপদ পড়িলে ফেলি যায় করি হেলা ॥
যখন নিদাঘ নেবে নিদারুণ বেশ ।
ঘুচিবেক রূপ তব সব হবে শেষ ॥
এই যে মলয়ানিল মৃদু মনো হর ।
চোটে ফাটিবেক এর তব কলেবর ॥
সরস বরষা আসি সহ দলে বলে ।
আহা কালী যবে ঢালি দিবে মুখ দলে ॥
হাসি খসি পড়িবেক তড়িতের ছলে ।
কলেবর ভাসিবেক সদা আঁখি জলে ॥
ভেক আসি ভাসি সুখে সেই আঁখি জলে
কম্ কম্ করি কত কান্দাইবে ছলে ॥
অসার ভবের লীলা সার দুখ সার ।
ভাবি ভুলি সবে মজি থাকে অনিবার ॥

মুগ্ধ মধুকরের প্রতি উপদেশ ।

বিজন বিপিনে কেরে করিয়া গুঞ্জন ?
মানিনী মানস সাধ করিছ রঞ্জন ?
ধিক তত্ত্বহীন তুমি মত্ত মধুকর ।
কেন হেন হীন ভাব কেন সকাতর ?

কেন সুধাতানে সাধ করি গুণ গুণ ॥
রসনা বাসনা কেন করে হীন গুণ ?
মানস-মোহিত এত কেন অলি রাজ।
সদলে নলিনী বুঝি বিকসিত আজ ?
মকরন্দে মত্ত, অন্ধ বিবেক-নয়ন।
তেঁই মোহ ঘুমে আছ পড়ি অচেতন ॥
তেঁই উড়ি উড়ি মূঢ় বস বারে বার।
পীযুষ ভাবিয়া দেও গরলে সাঁতার ॥
মায়া-মোহ জালে ভাল জড়িত তোমায়।
ভুলিয়াছ তেঁই দেখি নলিনী-বাহার ॥
এ বাহার কত আর রহিবে উহার।
কালের করাল করে করিবে সংহার ॥
এই যে বিমল দল সুরূপ শোভিত।
যাতে এত তব চিত সতত মোহিত ॥
এই যে পূরিত মধু তব মনোমত।
সুখে গান করি পান কর অবিরত ॥
এই যে রূপের ছটা লাবণ্য খুলিয়া।
মান ভরে ঠাট কোরে রহিছে বসিয়া ॥
এই যে মনের সাধে সাধ পেতে মন।
মরুত কম্পন ছলে করে নিবারণ ॥
রবেনা রবেনা এই দিন চির দিন।
কাল তপনের তাপে হইবে রে লীন ॥

দলিত নলিনী দল যবে পড়ি যাবে।
মত্ততার সুখ সেই কালে টের পাবে॥
বিরহ বেদনা নাই যাঁকে প্রেম দিলে।
কেন তাঁর প্রেম মালা গলে নাহি নিলে?
প্রেম সুধাপান কেন করোনা তাঁহার?
নিত্য সুখ যাঁর প্রেমে অনন্ত বাহার॥
যে দিল করুণা করি এ রব রঞ্জন।
কেন তাঁর গুণ সদা করনা গুঞ্জন?

বিচরি বিপিন বহু তাপিত প্রমদ।
বিষয়ী প্রমত্তে নানা দিয়ে উপদেশ।
সত্য সনাতন স্মরি, বিবেক বৈরাগ্য ধরি,
প্রকাশি অনিত্য রসে, বিষম বিদ্বেষ,
শোকে দেহ সকাতর, হৃদ দেশ ধড় ফড়,
ঘোরেন সতত নিয়ে অবস্থা দুখদ।

খলের ছলনা বাণে জ্বলিতেছে হিয়া।
ঔদাস্য প্রকাশে তেঁই বিষয়ের রসে।
তেঁই সদা ছন্ন মতি, মানস উতলা অতি,
ধরি সুখ সাধারণ তেঁই শোক বশে।
বলে মিছা ভবখেলা, সুধু শোক দুঃখ মেলা,
সুধু মন থাকে সার হীন সুখ নিয়া।

উপনীত শেষে এক অচলে দুর্গম।

মন বন রাজি ঘেরা বিটপী নিচয়ে ।
নির্জ্জন বিঘোর হেন, নির্জ্জন আপনি যেন,
বাস করে তথা অতি প্রফুল্ল হৃদয়ে ।
কিবা শোভা বন সব, শ্যামল সুরঙ্গ ধব ।
যেন গিরি-গেহ ঘেরি আছে নিরুপম ।

সর সর স্বরে বহে সুগন্ধ পবন ।
কিন্তু হেন নাসা নাই জুড়ায় সুগন্ধে ।
পালে পালে পশুদল, বিহগাদি কলকল,
করে চরে কিন্তু গন্ধে রসেনা আনন্দে :
ভ্রমর ঝঙ্কার করে, কেহ না শ্রবণে করে ,
পশুপাখী হয় কোথা ইহাতে মগন ।

ভাবুক সুজন চিন্তা করে মনে মনে ।
কোথাও মানব নাই তবে কিকারণ ?
প্রকৃতি সুন্দর চর, ঘোরে হেথা নিরন্তর ?
তোষেবা আনন্দ কারে করিয়া যতন ।
কারেবা ভ্রমর তোষে, কারেবা সুবাস কোষে,
দান করে স্বীয় লক্ষ্মী জন শূন্য বনে ।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বহু বলি মৌনভাবে ।
মনে মনে স্থির করে ভাবুক সুজন ।
তোষিবে মানবগণে, এই আশে এই বনে
স্বীয়গুণ রাশে সবে করিয়া যতন ।

নতুবা অরণ্যে হেন, নির্জ্জনে গোপনে কেন,
সাধিবে আপন গুণ কিবা লাভ পাবে।

যাইতে যাইতে পান দেখিতে সম্মুখে।
দেখিয়া মানসে বড় মানেন বিস্ময়।
অতীব গভীর বনে, মিশি ঘনতম সনে,
বসি আছে গুটীকত মানব তনয়।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ সব, মধ্যভাগে যেনশব।
কৃশ এক-জন পড়ি আছে অধোমুখে।

দরশন করি এই অদ্ভুত ব্যাপার।
বিচার করিয়া নানা আপন অন্তরে।
সভীত মানস অতি, যান ধীর মন্দ গতি,
যথায় বসিয়া তারা তাদের গোচরে।
দাঁড়ায় বিনীতবেশে, যথা কৃশ পড়ি ক্লেশে,
সুধান মধুরভাষে অবস্থা তাহার।

ভূপতি অমনি চান প্রমদের পানে।
পুলক পুরিত মন সুধান কুশল।
বলছে প্রমদ বল, কেন এই বেশ ছল,
কেন ভোগিতেছ দুঃখ যাতনা প্রবল?
বলবল বিবরণ, শুনিতে আকুল মন;
আছে কিনা পরিজন ভাল প্রাণে প্রাণে।

প্রমদের প্রমুখাত শুনিয়া সকল।
বিহ্বল কান্দেন শোকে জয়নৃপবর।
হায় কোথা তুমি প্রিয়ে, জুড়াও আসিয়ে হিয়ে,
কোথা তুমি কন্যা, রূপ গুণের আকর।*
তোমাদরে হয়ে হারা, যথা মীন জল ছাড়া।
ধড়ফড় করি মন্ত্রি বিরহে প্রবল।

কিছুকাল বিলাপিয়া বসুন্ধরা পতি।
বলেন প্রমদে মৃদু সকাতর স্বরে।
নাহি হেথা প্রয়োজন, মোর দশা বিলোকন।
করি কেন ইচ্ছে হেথা রহিবার তরে।
যাকু যাবে মোর প্রাণ, তবু বাঞ্ছি তব ত্রাণ।
ত্যজি বন ত্যজিমোরে যাও স্বরাগতি।

দিন দুই চারি আর আছে আয়ু শেষ।
পরে কালী পূজা ছলে দিবে নরবলি।
আর না দেখিবকারে, আর কে রাখিতে পারে,
অবশ্য গ্রাসিবে সেই কাল মহাবলী।
অন্তের বচন ধর, ত্বরায় গমন কর।
যাও যাও ফিরে বাপ আপনার দেশ।

প্রমদ কহেন শুনি রাজার বচন।
কি বলেন মহারাজ অসঙ্গত বাণি।
যদ্যাপি ভূপতি মরে, কি সুখে রহিব ঘরে।

যায় যাবে মোর প্রাণ নাহি তাতে হানি।
যদি না রাখিতে পারি, কাল হাত হতে কাড়ি।
মরিব মরিব আমি ত্যজিব জীবন।
ইতি চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

অঙ্গীকার করি বীর নিকট নিকুঞ্জে, এক
বলেন গোপনে।
ভাবিয়া ব্যাকুল মন, ভাবিছেন অনুক্ষণ,
কিরূপে কিকাজ করি রাখেন রাজনে।
কিরূপে কি করি ছল, নাশি শক্র বুদ্ধি বল।
রাখি ভূপে স্থির কীর্ত্তি রাখেন ভুবনে।
বিশেষ ভাবেন মনে, যদি রাখিবারে পণে।
না পারি বিফল তবে জীবন ধারণে।
প্রাণের প্রতিমা জায়া, কায়া ত্যজিবেক
জনক কারণে।

নিশি দিন বসি বনে যপেন মানসে, মুখ
বিরস মলিন।
নাহি চিত্তে সুখ লেশ, লজ্জা শোক মগ্ন বেশ,
সতত হৃদয়ে চিন্তা অনল প্রবীণ।

হায় যবে দুখ চয়, মানসে উদয় হয়,
যবে দুখ তম আসি গ্রাসে সুখ দিন।
সদা মনো হাহাকার, সদা দেখে অন্ধকার,
কালানল ময় হৃদে সতত বিলীন।
সুখের উজ্জল ভাতি, সুখ সূর্য্য মুখ
অস্তাচল লীন।

কিন্তু দুখ অমানিশা ভীষণ তিমির, মূর্ত্তি
করিয়া ধারণ।
রহিতে কখন নারে, বহুকাল হৃদাগারে,
অবশ্য তাহার শক্তি ক্রমশঃ বারণ।
ক্রমে ঘুচে অন্ধকার, মন্দীভূত ক্রমে ভার,
ক্রমে সুখ আল আসি দেয় দরশন।
ক্রমে দুখ নিশিভোর, মানসিক আঁখি ঘোর,
ক্রমে তম দশা সনে করেন মিলন।
তেঁই সব অবস্থাতে, সুখ দিপ্তি মুখ
করি বিলোকন।

ভূধর শিখর ছাড়ি ভূতলে নামিতে, কত
মনে বাসি ভয়।
কত ঘোর অন্ধকার, ঘেরি চারিদিগ তার,
রহিয়াছে ঘন যেন দৃষ্টি নাহি হয়।
কিন্তু ক্রমে নামি যবে, ক্রমে উঠি যায় সবে,

ভূমি সনে ক্রমে যেন সবে পায় লয়।
দুখতম সেইরূপ, যায় ক্রমে করি চুপ,
দুখেতে জনমে সুখ আশালতা চয়।
আশার সুগন্ধ শোষে মানসেতে কত
নন্দ মন্দ বয়।

প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা ছাড়ি নরগণ, যায়
বাহিরে যখন।
দৃষ্টি নাহি চলে আর, ঘন কত অন্ধকার,
রোধিয়া রয়েছে যেন প্রকৃতি বদন।
নিকটের বস্তু চয়, সকলে অলক্ষ্য হয়,
তামসির কোলে সবে হয়গে গোপন।
কিন্তু সেই অন্ধতম, ধরি সেই ভাব সম,
থাকিতে না পারে আঁখি রোধি বহুক্ষণ।
অবশ্য কিঞ্চিৎ পরে ঘুচে অন্ধকার
ত্যজিয়া নয়ন।

প্রমদের চিন্তাজাল ক্রমে ঘুচি গেল, হল
আশার উদয়।
বিনে আশা চলাচল, যথা স্রোত হীনজল,
সুখ কি রহিতে পারে মানস নিলয়।
মলিল সুখের আশা, পুড়িল দুখের বাসা,
ভাবী সুখভোগে মত্ত প্রমদ হৃদয়।

জুটিল উত্তমভান, ঘুচিল কুচিন্তাতান,
উদিল হৃদয়ে যেন সুগন্ধ মলয়
সুগন্ধে মানস তার জুড়াইল হল
অভ্যু দয় ময় ।

এদিগে পূজার ধুমধাম গোলমাল, সব
উঠে প্রজাদলে ।
ব্যস্তমতি প্রজা সবে, অরণ্যানী কলরবে,
পরিপূর্ণ যেন তারা প্রমত্ত সকলে ।
করে মহাগণ্ডগোল, যথায় শৃগালরোল,
কালী ভক্ত শৃগাল এজন্য শিবা বলে ।
দৌড়াদৌড়ি আসে যায়, চোটে মাটি ফেটে যায়,
দুড়ায়ে মস্তক বাহু বিস্তারিয়া চলে ।
সাজায় নৈবেদ্য আদি বহু উপহারে
মিলিয়া সকলে ।

সুধাপানে মত্ত সব উন্মত্ত প্রধান, মাজে
বেড়ায় নাচিয়া ।
কেহ মারে কেহ ধরে, কেহ ষোড় পুট করে,
নতশিরে বলে মারে মিনতি করিয়া ।
তুমি মা জগত অম্বা, খাও গুড় চিনি রম্ভা,
কোটি রম্ভা জিন যবে দাঁড়াও সাজিয়া ।
পদতলে ভোলা বেটা ওরে পূজা দেবে কেটা,

অনুমতি দেমা ওরে দেই তাড়াইয়া।
দেখিতে নাহি পারি আমি ভোলাভক্তরূপে
রবে পদ নিয়া।

মান নিয়ে ভোলানাথে যেতে বল তারা,।
তব রাঙ্গাপদ ছাড়ি॥
নয়তার যাবে মান, কন্য পিতা কি সম্মান,।
আট পিটে ছেলে আমি বড় ঝক মারি॥
করি কত তন্ত্র তন্ত্র, জানি মিতাক্ষরা মন্ত্র।
মাতৃ বিত্তে ছেলের কেলেম বটে ভারি॥
জেটা ফেটা ডরিনা মা, করগো কটাক্ষগ্রামা,।
দায়ম কানুন আমি করি দেই জারি॥
কিন্তু তুদ দিব বলি বল পাছে তব।
ছেলে জটাধারী!

জিভটা মুখের মধ্যে এক বার নেমা, আমি।
দেখি গো নয়নে॥
ছাগ ভেড়া খেয়ে কিবা বলিয়া গিয়াছে জিভা।
সর্ব্বনাশি নাই তোর লজ্জা কি বদনে?
ভোলা বেটা নেংটাপড়ি; তার বুকে আছ চড়ি।
ধিক তুই নেংটা বেটী ধিক ও চরণে॥
বেজার হইওনা ছিছি, আমি করি সাঁচা মিছি।
আমি গো পাগেলা ছেলে প্রচার ভুবনে॥

আজ্ঞাকর বাহু তুলি নৃত্য করি আমি।
দেখ মা নয়নে॥

ভূত ভূত করে লোক কোথা আছে ভূত, সত্য
এই বটে ভূত।
যথায় কালীর খেলা, তথায় ভূতের মেলা,
অবতার রূপে কাজ করেন প্রভূত।
কেহবা পিশাচরূপ, ধরি ঝোমে করি চুপ,
কেহগায় কেহ কয় ভবিষ্যত ভূত।
কেহ বুকে তাল ঠোকে কেহবা সুধার ঝোঁকে,
করে কাজ মনোযোগে করি মনঃ পুত
হায়রে কালির চেলা তোদের মাহাত্ম্য,
বড়ই অদ্ভুত।

বিস্মিত হৃদয় অতি প্রমদ মনীষী, দেখি
কুকাজ সবার।
ভাবি সত্য সনাতনে, বলিছেন মনে মনে,
অহেনাথ! কেন এই মানস অসার।
কুকাজে কুভাবে মত্ত, বিকৃত বিষেতে রত,
অহরহ সাধিতেছে বিবাধ অপার।
বিতরি করুণা বারি, আচরণ দোষ নারি,
লও নাথ ওরা ওহে অপত্য তোমার।
নতুবা করুণাসিন্ধু নামেতে কলঙ্ক

রহিবে অপার।

এই রূপ কিছুকাল করিয়া যাপন, শেষে
ভাবেন সুধীর।
সাঙ্গ সাধি নিজকাজ, উদ্ধারিতে জয় রাজ,
চল মন চল যাই ধর ভাব ধীর।
কিন্তু মনে বাসে ভয়, কিজানি কি পাছে হয়,
অপার জলধি হায় কিসে পায় তীর।
পরমেশ নাম নিয়ে, উত্তরিল তথা গিয়ে,
যথায় আছেন কালী মহমন্ত-গির।
অমনি স্বরায় ফুল বিল্লদল নীচে,
লুকায় শরীর।

প্রমত্ত প্রমদে সব নাহি পেল টের, ক্রমে
পূজা হল শেষ।
সবে এক সহকারে, নমস্কার করিবারে,
আসিল ঘরের মধ্যে ধরি শান্ত বেশ।
প্রমদ মনীষিবর, ধরি অতি ঘোর স্বর,
কৌশলে কালীর পিছে করিয়া প্রবেশ।
অতি গভীরতা সনে, একান্ত নির্ভীত মনে,
যখন ঘুচিল গোল নাহি রল লেশ।
স্বয়ং কালীর ছলে দিতে আরম্ভিল,
এই উপদেশ।

ইকি রীতি বিপরীত দেখি বৎসগণ হে
দেখি বৎসগণ।
মানব জনম পেয়ে, দেখ না কুকাজ চেয়ে,
আঁখি মুদি পাপ হ্রদে হইছ মগন হে
হইছ মগন।

বিশ্বাস হীনতা রূপ আশীবিষ খল হে
আশীবিষ খল।
সাজিয়া ভীষণ সাজে, বিরাজে তোদের কাজে
পাইবি অবশ্য তার ফল হলাহল হে
ফল হলাহল।
বিশ্বের রচক যিনি বিশ্বরাজ ভূপ হে
বিশ্বরাজ ভূপ।
যাঁহার কৌশল বলে, নিয়ত কুশলে চলে,
বিশ্বের নিয়মাবলী ধরি শুভ রূপ হে
ধরি শুভ রূপ।

সাধে সাধে তার বাদ সাধিছ বিমূঢ় হে
সাধিছ বিমূঢ়।
লঙ্ঘিছ তাঁহার মত, কুকাজ করিয়া শত,
পাইবি অবশ্য দুঃখ যাতনা প্রচুর হে
যাতনা প্রচুর।
শাসিতে সুধায়া রূপে বসুধা নিলয় হে
বসুধা নিলয়।

বসুধার প্রজালোকে রাখিবারে সুখালোকে,
পাঠান যতনে তিনি ভূপ রবি চয় হে
ভূপ রবি চয়।

সেই ভূপ সাধে সদা প্রজালোক সুখ হে
প্রজালোক সুখ।
ছাড়ে সুখ আপনার, তবু প্রজা পরিবার,
রাখে সুখে কত মত ভোগী কত দুখ হে
ভোগী কত দুখ।

শিষ্টকে পালন করে দুষ্টকে তাড়ন হে
দুষ্টকে তাড়ন।
মানসে সাহস করি, মারেন প্রজার অরি,
ছাড়েন আপন প্রাণ প্রজার কারণ হে
প্রজার কারণ।

কোন প্রাণে হেন জনে তোমরা সকল হে
তোমরা সকল।
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে, প্রতি উপকার দিতে
বধিতে এনেছ হরি পাতি হীন ছল হে
পাতি হীন ছল।

প্রাণপণে উপকার করেন যে জন হে
করেন যে জন।
সতত যাহার মন পর হিতে রত রন

করিলে কখন দোষ উচিত মার্জ্জন হে
উচিত মার্জ্জন।

ভ্রম বিরহিত চিত্ত কোথা ধরা সাজ হে
কোথা ধরা সাজ।
আছে কিহে হেন জন মলহীন যার মন
বিরত কুকাজে করে সতত সুকাজ হে
সতত সুকাজ।

ক্ষম পর দোষ কর পর উপকার হে
পর উপকার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিরত বলে কর সেই মত
যেমন আপনি চাও পর ব্যবহার হে
পর ব্যবহার।

ক্রোধ পরে ক্রোধ কর নাশ তার বল হে
নাশ তার বল।
তুচ্ছ অপরাধ তরে কেন ক্রোধ পরাপরে
যে ক্রোধে বিনাশ হয় তব চারি ফল হে
তব চারি ফল।

যদিও ভূপতি দোষ সবে মিলি বল হে
সবে মিলি বল।
সে কারণ করি ক্রোধ ভুলি ধর্ম্ম উপরোধ
নাশিতে উচিত কি হে নাশি ধর্ম্ম ফল হে

নাশি ধর্ম্ম ফল।

ফলতঃ ভুপতি দোষী বলিতে কি পারি হে
বলিতে কি পারি।
তোমরা যে কাজ তরে চটিয়াছ তার পরে
ফলে তাহা উপকারী দেখহ বিচারি হে
দেখহ বিচারি।

মানব আকার ধারী সকলি মানব হে
সকলি মানব।
পরি জ্ঞান অলঙ্কার শোভিছে মানস যার
সেই সে মানব সত্য সেই সে মানব হে
সেই সে মানব।

অজ্ঞান পশুত্ব হতে করিও মোচন হে
করিও মোচন।
যতন করেন যিনি প্রকৃত বান্ধব তিনি
প্রকৃত পরম পুজ্য সেই জন হন হে
সেই জন হন।

সেই ঘোর অন্ধকার ঘুচাতে সবার হে
ঘুচাতে সবার।
বিনীতে কিঞ্চিৎ কর চেয়েছেন নৃপবর
সে কারণ চাও তার প্রাণ বধিবার হে
প্রাণ বধিবার।

মরিতে কি দিতে সবে সেই কিছু কর হে
সেই কিছু কর।
তাহাতে কি সব যেতো   সব কি বিনাশ পেতো
হোত কি না কিছু তাতে কিছু হিত কর হে
কিছু হিত কর।

জলধির জল শোষি তোলেন তপন হে
তোলেন তপন।
পুনঃ মেঘ ধারা ধরে   বরিসেন ধরাপরে
তেই সে ধরার জল পায় জীবগণ হে
পায় জীবগণ।

তপন শোষেণ বলি জলধির জল হে
জলধির জল।
যায় কি হে একেবারে   যায় কি হে ছারেখারে
একেবারে নাশ পায় সাগরের বল হে
সাগরের বল।

কিন্তু দেখ সেই বারি পড়িয়া ধরায় হে
পড়িয়া ধরায়।
করি কত পরিপাটি   স্বরস করিয়া মাটি
ধরার সে দেহে কত সুফল ধরায় হে
সুফল ধরায়।

অতএব সুতগণ কর এই কাজ হে

কর এই কাজ।

কর কাজ যোগ্য মত বিনয় করিয়া শত
ছাড় জয় রাজ আজ ছাড় জয় রাজ হে
ছাড় জয় রাজ।

সুক্ষণে গোপনে যবে কালিকার ছলে।
বিস্তারি বিশেষ গুণে দেন উপদেশ।
দয়ারসে বিগলিত স্নিগ্ধ হল সব চিত্ত
ঘুচিল অবিদ্যা আদি জনিত বিদ্বেষ।
অমনি সকলে মিলি ভূপ কাছে চলে
ধরি ধীর বেশ।

কর জোড়ে পড়ে সবে পায়ের উপরে।
বিনয় কাতর স্বরে বলে হে নরেশ।
মোরা অতি হীনগতি জ্ঞানহীন অন্ধমতি
না বুঝি ভূপতি দেহে যাতনা অশেষ।
দিয়েছি না বুঝি ক্ষম পতিত নিকার
তুমি হে লোকেশ।

হিতাহিত বোধ লেশ নাহি লেশ জ্ঞান।
মগন মানস সদা অন্ধতম কূপে।
তেঁই হীন বেশ ধরি তেঁই নানা ছল করি
হরিয়াছি নিশাকালে ভূপতিকে চুপে।
কর সবে ক্ষমা নাথ আমরা অজ্ঞান।

তুমি ধর্ম্ম রূপে।

অসভ্য সমাজ তুচ্ছ তুচ্ছ সেই তুমি।
আচার বিচার তুচ্ছ অসভ্য হৃদয়।
সদা ক্রোধ পরবশ নাহি মনে দয়ারস
স্বমত বিশুদ্ধ বলি বিশ্বাস নিশ্চয়।
তেঁই মোরা অপরাধী ক্ষম নাথ তুমি
করুণানিলয়।

উপকার অপকার কিরূপ আকার।
বোঝে না বোঝে না সেই অসভ্য নিকর।
কভু চেতে উপকারে, কভু খুসি অপকারে,
এই এক জাতি তারা পশুর দোসর।
তেঁই মোরা অপরাধী ক্ষম হে এবার।
ক্ষম নৃপবর।

ত্রাণ কর দিয়ে নাথ করুণা তরণী।
কলুষ তরঙ্গে মোরা ডুবিছি প্রবল :
অতি বড় মান্য জনে, বধিতে এসিছি বনে,
আমাদের সম পাপী ধরাতে বিরল।
শিবের ঘরণী সেই জগৎ জননী
বলেছে সকল।

ওঠ ওঠ পুত্র চতুর্দ্দিকে প্রিয়গণ।
ক্ষমা গুণ কর মোর খোলা অনিবার।

গিয়েছে সকল দুখ, পেয়েছি অশেষ সুখ,
হয়েছে যে তোমাদের জ্ঞানের সঞ্চার।
চল সবে মন সুখে যাই নিকেতন।
যথা পরিবার।

কৌশল করিয়া হেথা প্রমদ সুজন।
অতীব গোপনে আসে রাজার গোচর।
কহে সব বিবরণ, করি অতি সুযতন,
ভাসেন আনন্দনীরে শুনি নৃপবর।
মন সাধে কোলে করি করেন চুম্বন।
প্রমদ অধর।

তব তরে রাজা আজ পাইল জীবন।
তব তরে জয়পুরে হয়ে জয় রব।
জয় রাজ রাণী সতী, পেল আজ জয় গতি,
জয় রবে পরিপূর্ণ তব তরে সব।
প্রমদার প্রাণ তুমি আমার জীবন।
প্রমদার ধব।

ধর হে প্রমদ তুমি ধর মোর বাণী।
জয়পুরে ত্বরাগতি করহ গমন।
শান্ত কর প্রজাগণ, দুখ চিত যত [illegible]ন,
অমাত্য নিচয়ে দেও শুভ বিবরণ।
শান্ত কর প্রমদাকে তথা রাজরাণী,

যত পরিজন।

কিছুকাল হেথা আমি করি অবস্থিতি।
বাসনা করিতে কিছু সুহিত সাধন।
স্থাপিবারে বিদ্যালয়, যাতে হবে জ্ঞানোদয়,
করিব করিব আমি অবশ্য যতন।
নাশিব কুআচরণ তথায় কুরীতি,
এই মম পণ।

সাথে দিয়ে অস্ত্রধারী কিছু লোক জন।
পাঠান প্রমদে সেই জয়পুর বাসে।
আনন্দ অপার মনে, দেখা হবে প্রিয়াসনে,
চলেন প্রমদ বেগে মজি কত আশে।
পুলক পুরিত এবে দেখে যত বন,
যেন সুখে ভাসে।

পরিশ্রম বোধ নাই উতলা মানস।
নিশি দিন বোধ নাই গতি বেগবতী।
পবনে পশ্চাৎ করি, হেন দ্রুত বেগ ধরি,
যেতে চায় কিন্তু ধাদী পদ স্থূরমতি।
কোথা কে বধিতে পারে প্রেমিক সাহস,
প্রেমিকের গতি।

যতই নিকটে যান যতই ঘনান।

সুখ আশা ভাতি তত স্থলে অন্ধাগারে।
আজনম দ্বীপান্তরে, কিম্বা কারাগার ঘরে,
গিয়ে কেহ ভাগ্যে যদি ছুটি পেতে পারে।
তথায় আগ্রহ মন বাটী পানে যায়,
আশা সহকারে।

না মানে প্রকৃতি বাধা না মানে বারণ।
চলিল প্রমদ বীর যথা মত্ত করী।
দেখি ব্যোমে পাখীদলে, বিনতি করিয়া বলে,
ওহে দ্বিজগণ নৈও মোরে দয়া করি।
কিম্বা দাও তব পাখা কিঞ্চিৎ কারণ,
আমি সাধে পরি।

যেকালে গগন ভালে ঘন ঘটাগণ।
নীল বাসে রম্য বেশে দেয় দরশন॥
যেকালে বসুধা হীন ক্ষীণ কলেবরে।
নম্র ভাব ধরি ধরে নব জল পরে॥
যেকালে চাতক চয় হেরিয়া জলদে।
সকাতরে বলে তারে জল দে জল দে॥
বারি ধারা যবে ধরা প্রবেশ করিয়া।
শ্যামল বনালি দল উঠায় ডাকিয়া॥
ঝম ঝম স্বরে বারি পড়ে ধরা পরে।

* কম কম করি হরি আনন্দে বিহরে ॥
যেকালে প্রকৃতি অতি মন কুতূহলে।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে ভাসে নয়নের জলে।
একদা প্রমদা সেই কালের প্রভাতে।
ক্ষণ প্রভা জ্বলিতেছে ক্ষণিক প্রভাতে ॥
জলদ পটল অবনত কলেবরে।
ভাঙ্গিয়া পড়িছে যেন ধরণীর পরে ॥
জলধি অনন্ত ব্যোম আকাশে লক্ষিত।
দিবস সুসন্ত করে প্রকৃতি বঞ্চিত ॥
বসিয়া বিরস মনে বাতায়ন ধারে।
মেঘ নীর সহ আঁখি নীর পড়ে ধারে ॥
ছাড়িয়া দিয়াছে মন প্রাণেশ চিন্তায়।
কভু মোহ পড়ে জ্ঞান তড়িতের প্রায় ॥
আহা কিবা রূপ ধনী আনন্দে অপার।
সেই অশোকের মূলে প্রমোদ আবার ॥
দেখেন দাঁড়ায়ে আছে প্রফুল্ল বদন।
ভিজিয়াছে নীর ধারে শরীর বসন ॥
অমনি সখীর প্রতি বলেন ত্বরায়।

* কম কম—এস্থলে দ্বিভাবক, বাস্তবিক মেঘের স্বাভাবিক শব্দ কম কম কিন্তু সকলেই জানেন ইংরে‍াজিতে কম অর্থ এস, সুতরাং বেওগণ এস এস বলিয়া যেন মেঘকে সম্বোধন করে।

এস সখি দেখ দেখি ওকি দেখা যায়।
প্রাণেশের মত কেগো দাঁড়ায়ে তথায়॥
না, নয়ন পুনঃ পুনঃ বিভ্রম ঘটায়॥
যাহোক তাহোক সখি চলিলাম আমি
মনে লয় এই বুঝি প্রমদার স্বামী॥
প্রকৃতির বাধা প্রতি মনোযোগ নাই।
হায়রে প্রেমের খেলা বলি হারি যাই॥
এলোকেশে বেগগতি চলিলেন সতী।
অমনি ধরেন নাথে পুলকিত অতি।
উভয়ে উভয়কর ধরিয়া যতনে।
বলেন মনের দুঃখ নয়নে বদনে॥
চলেন দুজন বাসে অতি সুখমন।
সখীগণ হৃষ্টমন চলে জনে জন॥
কহেন প্রমদ তার সব বিবরণ।
কেমনে পেলেন জয় ভূপ দরশন॥
কেমনে বিপদে তারে করিলেন ত্রাণ।
শুনিয়া প্রমদা ধনী জুড়ান পরাণ॥
ইতি পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

প্রমদা রূপসী সেই প্রেমপ্রদায়িনী।
কেশপাশ খসিয়া পতিত দুই পাশে।
সজল নয়নে যেন হর্ষ বিষাদিনী॥
সুমধুর স্বরে বলিতেছে বঁধূ পাশে॥

বল বল নাথ মোর মাথে হাত দিয়া।
কর কর শান্ত নাথ দাসীর জীবন।
যাবে না যাবে না আর আমাকে ছাড়িয়া।
শ্রীচরণে করে দাসী এই নিবেদন॥

দেখুন দেখুন সেই প্রেমিক সুজনে।
বিরহ যাতনা যিনি জানেন বিশেষ।
বিচারি বিরহ পরে কি সুখ মিলনে॥
কত সুধা আছে সেই মিলনে সঞ্চিত॥

প্রমত্ত আসিল মন্ত্রী শুনিল যখন।
অমনি শরীর ক্রোধে ফুলিল দ্বিগুণ।
ভীষণ বিকট যমকিঙ্কর মতন।
আপনি চলিল যেন জ্বলন্ত আগুন॥

প্রবেশে অশুদ্ধ পাপী বিশুদ্ধ মন্দিরে।
যথায় দম্পতী প্রেমকেলিপরায়ণ।

অনল বরণ আঁখি ঘন ঘোরে ফিরে।
নিষাধ শরব্য যেন করিছে লোকন ॥

অনুচরগণ প্রতি অমনি আদেশে।
বন্ধন করিতে সেই প্রেমদারগণে।
অমনি পিশাচ দল ঘরেতে প্রবেশে ॥
অমনি বান্ধিয়া লয় আনন্দিত মনে ॥

মত্ত বেশে ভুতনাথ যথা ভূত সনে।
প্রবেশে ভবনে সেই ভূপতি দক্ষের।
যজ্ঞ নাশে যত সব ভূত প্রেতগণে ॥
চোটে কাটে পুরী তথা ধ্বনিতে কক্ষের ॥

তথা সব লণ্ড ভণ্ড করি ছার খার।
প্রমদে বান্ধিয়া নিল পাপিষ্ঠ নির্দ্দয়।
অচৈতন্য জ্ঞান শূন্য শোকেতে অপার ॥
নিস্পন্দা প্রমদা ধরাসনে পড়ি রয় ॥

হায়রে বিধাতঃ তব ইকি বিবেচনা।
যথায় বিশুদ্ধ প্রেম তথা তুমি অরি।
প্রণাশ প্রেমিকসুখ করি বিড়ম্বনা ॥
সাধ্যমত নেও সুখ যত পার হরি ॥

কনক বরণী সেই জনকনন্দিনী।
কোথা মহারাণী কোথা বনবিচারিণী।
হায়! কোথা শোকময়ী অশোক বন্দিনী॥
এই কি হলরে বঙ্গে প্রেম আচরিণী॥

দ্রুপদ দুহিতা সেই যাজ্ঞসেনী সতী॥
ভুবন বিজয়ী সব বীরের ভামিনী।
বনে বনে দুঃখ মনে ফিরে অশ্রুমতী॥
লোটায় ধরণী দুঃখে দিবস যামিনী॥

কান্দি কান্দি হায়! কত ভ্রমে বনদেশ।
বিরাট ভবনে কাল যাপেন মানিনী।
ম্লানমুখে দুঃখে ধরি সৈরিন্ধ্রীর বেশ॥
এই কি হলরে শেষে প্রেম বিলাসিনী॥

যাও ধাতঃ তব হল বড় গাঢ় কল।
বুঝি না বুঝি না মোরা তুমি হে কুটিল।
বিফলে ভাবিছে মোরা তব কলাকল॥
দুঃশীলের চক্র কিসে বুঝিবে সুশীল॥

কলিত অসিত শুদ্ধে ভুব বক্র ধনু।
বিষ মাখা শর তার প্রখর বরণ।
দেখায় প্রকট রূপে করি প্রতি অনু॥

সুজন নয়ন হৃদে পতিত যখন ॥

প্রখর রবির কর কত রঙ্গ ধরে ।
যথায় অলক্ষ্য কেহ দেখিতে না পায় ।
বিমল জলদ দেহে কিন্তু যবে পড়ে ॥
ইন্দ্রধনুদেহে সপ্ত রঙ্গ দেখা যায় ॥

প্রকাশ প্রকাশ খাতঃ যত আছে বল ।
নাশ নাশ সব সুখ যত তুমি পার ।
কর কর সুখ রোধ ধরি শত ছল ॥
প্রকৃতির মুখ খোলা রহিবে আমার ॥

যাক নাহি প্রয়োজন বাহুল্য কথায় ।
শুন শুন প্রিয়গণ কর মন লীন ।
যেরূপে প্রমদে নিল বান্ধি হাতে পায় ॥
ঘটিল যেরূপ সে প্রমদে সংজ্ঞাহীন ॥

পবনঅগম্য এক অন্ধতম ঘরে ।
প্রবল পাষাণ এক চাপি তার বুকে ।
রাখিল বিবন্ধ হেন ভাবনা প্রখরে ॥
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছে মুখে ॥

হায়রে দুঃখদ কিবা কিবা শোক কত

রমণীর সুকোমল প্রেমের প্রতিমা ।
শোভিয়াছে যেই বক্ষ লাবণ্যে বিস্তর ॥
সাধে সাধে উঠি কত করিয়া গরিমা ॥

সুকঠিন দয়া শূন্য রসলেশ হীন ।
যমের যাতনা জিনি সেই বক্ষোপরে ।
বিরাজে নিষ্ঠুর এবে পাষাণ প্রবীণ ॥
হায় হায় কেন দুখ দিসে হৃদে ধরে ॥
বিম্ব বিনিন্দিত সেই রক্ত ওষ্ঠাধর ।
শোভিত রক্তিম রাগে খদির সারেতে ।
হায় কিবা শোচনীয় কিবা দুঃখকর ॥
শোভিতেছে এবে তাহা রুধির ধারাতে ॥

মোহ গতে মেলিলেন নয়ন খঞ্জন ।
দেখেন তিমিরময় সব অন্ধকার ।
ভাবিলেন বিভাবরী বুঝি আগমন ॥
করেছেন পুরাইতে বাসনা আমার ॥

এস মাতঃ তুমি দেবি তিমির বসনা
অয়ি রজনি সুচারু [illegible] মোহিনি ।
সন্তাপের যতনে এই আকাঙ্ক্ষা রসনা ।
বাসনা হইবে পূর্ণ শান্তি প্রদায়িনী ॥
করি [illegible] যোড়, পুরাও বাসনা মোর.

তাপিতে কল্পনা কর চন্দ্রিকা ভূষণা।
যে পূরাবে মম কাম, সেই রূপ গুণ ধাম,
বট বট তুমি দেখি মরাল বদনা।
শ্মশান কি নহে মাত তোমার স্বজনী।
লভিতে তাহাকে বাঞ্ছা আমার রজনি।
কোথা গো কোথা গো তব সুষুপ্তি সঙ্গিনী।
পরিশ্রান্ত প্রকৃতির বিশ্রাম দায়িকা।
সে যে সুখ সুখে সুখদান বিলাসিনী।
কোমল শয্যার সুখ বিরাম সাধিকা।
নিগলিত আঁখি নীর, জলে মন দুখে চির,
তাকে ছাড়ি যায় সে যে চিত্ত বিনোদিনী।
বিরহ তাপিত জনে, কখন তাঁহার সনে,
দেখা নাহি পায় সে যে চিন্তা বিনাশিনী।
থাক নাহি প্রয়োজন সে সুখ হইতে।
আমি চাই একেবারে শ্মশান লভিতে

সুষুপ্তি সম্পূর্ণ সুখ দিতে কি কখন।
পারেন কুচিন্তাকুল মানবের কুলে।
কত না উৎকণ্ঠা রূপ আছে গো স্বপন।
যাহারা বিনাশে সুখ নিদ্রাকে সমূলে।
কিন্তু মোর চির পূজ্য, সকল যাহার তুজ্য,
তাহাতে নাহিক কভু হেন উৎপীড়ন।
ত্যজি যবে দেহ ভূত, চির মোহে অভিভূত,

হইব রহিব সুখে মুদিয়া নয়ন।
নাহি কিছু প্রয়োজন নিদ্রাতে আমার।
শ্মশান শরণ আমি লইব এবার॥
কোথা মাতঃ কেন আসি হৃদয়ে বৈস না।
তাপিত জুড়াও আসি পতিত-তারিণী।
পারিবে পারিবে তুমি পুরাতে বাসনা।
কালময়ী বটে তুমি কালের ভামিনী।
কেন মিছে কর ছল, আমি বলি তব বল,
শুন হলাহল দাও সুখে পান করি।
নাহি সাধ বাঁচিবারে, বাঁচিব কি করিবারে,
সুন্দর প্রমদা নাম মুখে নিয়ে মরি।
আহা প্রিয়ে কোথা তুমি বিদরে হৃদয়।
আর কি দেখিব মুখ পাষাণ নিলয়।
বাঁচি না বাঁচি মা প্রাণ ধরিতে না পারি।
এস তুমি কোথা আছ প্রাণের প্রমদে।
তৃষিত চাতক যথা যাচি প্রেম বারি।
কতবা বলিব আর প্রেম দে প্রেম দে।
কি করি সহিতে নারি, অগাস্ত্যা পরাণ ছাড়ি,
নতুবা কে কোথা আছে অমৃতে অরুচি।
কেবল জান হেতু বাসে, প্রাণ ত্যজিবার কালে,
দেখিতাম যদি প্রিয়ে সুধামুখ রুচি।
আমি যে মরিব ইথে নহি বড় দুখী।

তুমি দুঃখ পাবে সদা ভাবি শশিমুখি।
কি করি না পারি আর ধরিবারে প্রাণ।
যায় সে চঞ্চল অতি বিরহের দায়।
বিশেষ সকল ঘোর নাহি দেখে ত্রাণ।
প্রবঞ্চিত তাতে আরো মিলন আশয়ে।
যত আশা ছিল মনে, রহিল রে মনে মনে,
বনে বনে নিরশনে দুঃখে দিন গেল।
তব প্রেমে হয়ে লীন, নিরশনে তনু ক্ষীণ,
দিন দিন সুমলিন এবে কাল এল।
গেল গেল প্রিয়ে মোর পরাণ এবারে।
নিত্য ধামে দেখা যেন পাইহে তোমার।
বিদীর্ণ অমনি বক্ষ প্রমদের হায়।
নিশ্বাস সহিত প্রাণ হইল বাহির।
নিত্য প্রেম আশে প্রাণে নিত্য ধামে যায়।
ত্যজিয়া অনিত্য এই ভঙ্গুর শরীর।
দেখ রে দেখ রে যত, যুব জন শত শত,
দেখ প্রেম পুরে কত কণ্টক জঙ্গল।
দেখ দেখ প্রেমমণি, আছে কত কালফণী,
বিনাশে যাহারা সদা প্রেমিক মঙ্গল।
প্রেম প্রেম করে লোক প্রেম কোথা পায়।
দেখুক প্রমদ কাছে যত প্রেম চায়।

এদিকে প্রমদা সতী, হারাইয়ে প্রাণপতি,
ধড় ফড় করিতেছে পড়িয়া ধুলায়।
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে শিরে কর হানি বলে।
প্রাণেশ কোথায়।
ছাড়ি মোরে কোথা আজ, গেলে তুমি প্রেমরাজ,
জ্বলিছে বিরহানলে তাপিত হৃদয়।
না পারি সহিতে তাপ এস নাথ এস এই
দাসীর নিলয়।
বিষম সে পণ নিয়ে, কতবা জ্বলেছে হিয়ে।
কতবা কেঁদেছি আগে নাপেয়ে সুজন।
কিন্তু শেষে তব সনে ভাগ্যে দেখা হৈল সেই
প্রমদকাননে।
দিয়ে প্রেমগুণ নিধি কেন নিদারুণ বিধি।
দেয় দুখ করে এবে কেন বিড়ম্বন।
না পারি সহিতে আর যায় যায় প্রাণ মোর।
না শুনে বারণ।
এইবার এই শেষ চল এবে সেই দেশ।
যথায় বিশুদ্ধ প্রেমে নাহি কিছু ভয়।
সেই নিত্য রঙ্গভূমে চল নাথ কহি শিরে।
প্রেম অভিনয়।
মুদিল অমনি আঁখি পিঁচজি গেল প্রাণ পাখী।

বিদীর্ণ অমনি বুক হইল তাহার।

ধরাসনে চারিপার্শে যত সখীগণ মিলি।
কান্দে হাহাকার

আহা সখি কোথা যাও এক বার ফিরে চাও
কোথা যাও ফেলি সব প্রিয় সখীগণে।
কি সাধে আমরা সবে দেহ পুরে ভাব আর
রহিব যতনে।
বলমোরা কোথা যাব কার মুখ পানে চাব।
সখি বলি ডাকিব বা বল কোন জনে।
মন সাধে কারে হায় সাজাইব আর মোরা।
সবে সুখমনে।
কার সনে কথা কব কার সুখে সুখী হব।
জানাইব কারে আর মনের বেদন।
কেবা সুকোমল ভাষে দূর করিবেক দুখ।
করিয়া যতন।
এই বলি সখীগণ করি শেষ আলিঙ্গন।
পরমেশে সব প্রাণ সমর্পণ করি।
ত্যজিল জীবন সবে প্রেমদাকে ধরি সুখে।
ঈশনামে স্মরি।
অন্তঃপুরে এই বাণী শুনে সবে মহারাণী

পড়েন অমনি ধরা পরে।
সবে বলে হায় হায় সবে গড়াগড়ি যায়।
সবে কান্দে প্রমদার তরে।
শুধু হাহাকার রব পুরীর ভিতর।
রোদনের ঘোর স্বরে বিদরে পাথর।
রাণী হাহাকার স্বরে, শোকেতে রোদন করে।
বলে কোথা প্রাণের প্রমদা।
শোকভার দিয়ে যাড়ে কোথা গেলে ছাড়ি মারে।
তুমি তব মায়ের প্রাণদা।
এস মাগে তোমার জননী শোকে মরে।
গেলরে তাহার প্রাণ প্রবোধ না ধরে।
ইহা কি হৃদয়ে ধরে, যাকে ছাড়ি কন্যা মরে,
যেই কন্যা এক মাত্র ধন।
নয়নের প্রতিপলে, যাকে দেখে কু হুহলে,
যাকে দেখি জুড়ায় জীবন।
ছাড়ি গেলে তারে তুমি সেই কন্যা তার।
এই কিরে মূঢ়মতি বিচার তোমার।
এই কি বিদ্যার ফল, এই কি জ্ঞানের বল,
এই কি মৌনের পুরস্কার।
যতন করেছি সবে, সুশিক্ষিতা বিদুষী হবে,
হবে সুখ সবার অপার।

বুঝি সুখি মারি বুকে বিরহের কীল।
ছাড়ি গেলে একেবারে ছাড়িয়া অখিল।

অপত্য-বিরহ-দাহ, যথা বাছা! দাব-দাহ,
দহিতেছে মোর কলেবর।
কোথায় প্রমদা তুমি, মায়ের হৃদয় ভূমি,
ছাড়ি কোথা গেলে অন্যত্তর।
এস এস প্রাণ যায় বিরহের দায়।
মরিরে মরিরে আমি না দেখে তোমায়।

তুমি না হইতে আগে, এখনো মনেতে জাগে,
কান্দিয়াছি কত বা অপার।
কত বা নয়ন-জল, ঝরিয়াছে ছল ছল,
বুক ভাসিগেছে অমিবার।
অপত্যের তরে কত করিয়াছি যাগ।
কত বা প্রবোধ দেছে রাজা মহাভাগ।

কত বা ব্রাহ্মণগণ, আশীর্বাদ অনুক্ষণ,
করেছেন অপত্যের তরে।
শেষে বিধি অনুকূল, দিল অভাগিরে কুল,
ধরিলাম তোমাকে উদরে।
হইল রাজারপুরী আনন্দ ভবন।
হইল আমার মন আনন্দে মগন।

[ঠ]

গর্ভের যাতনা যত, তাহা বা কহিব কত,
জানে যত প্রসূতি নিকর।
অলসে অবশ তনু, যেন শরীরের অণু,
শিথিল থাকিত নিরন্তর।
আহারে অরুচি সদা সদা মুখে হাই।
সহিয়াছি এত দুঃখ তেই তোমা পাই।

যে জন এ সব দুখ, দেখিব অপত্য মুখ,
বলি হেলে সহিয়াছে সুখে।
সেই মাকে ছাড়ি হেলে, কেমনে চলিয়া গেলে,
শোকানল জ্বালি সেই বুকে।
কেমন দুখের ধন অপত্য রতন।
যদিরে জানিতে তবে যেতে না কখন।

গেলরে গেলরে প্রাণ, আর নাহি দেখি ত্রাণ,
তোমার বিরহ খরতর।
তাতে আরো তব চাপ, ছাড়ি গেছ দিয়ে তাপ,
তেঁই দেহ আরো সকাতর।
এই বলি আঁখি মুদিলেন মহারাণী।
নিশ্বাস হইল রোধ, রোধ হৈল বাণী।

যত দাসীগণ সবে, কান্দিছে ধরিয়া শবে,
বলে কোথা যাওগো জননি!

আমরা তোমার দাসী, সবে করি বনবাসী,
কেন তুমি পড়িয়া ধরণী।
উঠ উঠ মাতঃ সবে করিগো মিনতি।
কেমনে সহিগো মোরা তব হেনগতি।

কারে মা বলিব আর, মন সুখে আর কার,
আজ্ঞামত খাটিব সকল।
আর কেবা মুখ চেয়ে, মন দুখ টের পেয়ে,
দিবে সবে মনোমত ফল।
আর কেবা মিঠামুখে ডাকিবে সবলে।
কি কাজ ধরিয়া আর জীবন বিফলে।

এস এস সখিগণ, বান্ধ বান্ধ সবে মন,
এই কিরে দাসীর উচিত।
ত্যজি এই দেহ ধাম, ঠাকুরাণী একা যান,
চল সবে তাঁহার সহিত।
ছাড় ছাড় দেহ আর নাহি প্রয়োজন।
এই বলি সবে মিলি করে আয়োজন।

সখিগণ জনে জনে, অতীব ভকতি মনে,
পরমেশে করিয়া স্মরণ।
বলে ওহে জগন্নাথ, আজ নিশি সুপ্রভাত,
চলিলাম তোমার ভবন।

জয়ের মহিষী সহ মোরা দাসীগণ।
করিলাম সব প্রাণ তোমাতে অর্পণ?
ইতি ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

এদিগে নৃপতি জয় মনের মতন,
জয় মনের মতন।
সাধেন প্রজার হিত করিয়া যতন,
হিত করিয়া যতন।
নাশিতে কুরীতি যত, তথা অসভ্যতাশত,
বিদ্যালয় জয় ভূপ করেন স্থাপন,
ভূপ করেন স্থাপন।
কৌশল করিয়া কত, ধরি ভাব নানা মত,
উপদেশ দেন সবে প্রফুল্ল বদন,
সবে প্রফুল্ল বদন।

প্রতি পরিবারে এই দেখান নিয়ম,
এই দেখান নিয়ম।
কিরূপে সংসারে সুখ হয় নিরূপম,
সুখ হয় নিরূপম।

পুরুষ প্রকৃতি সবে, কিরূপে চলিতে হবে,
কিরূপে করিলে কাজ শ্রমউপশম,
কাজ শ্রম উপশম।
কিরূপে কি কাজ সাজে, মানব সমাজ মাঝে,
ধরি মনোহর বেশ ভাব মনোরম,
বেশ ভাব মনোরম।

বহু হিতকাজ সাধি প্রজার সমাজ,
সাধি প্রজার সমাজ।
নিকেতনে সুখ মনে চলে জয় রাজ,
সুখে চলে জয় রাজ।
কত ভাব কত মত, উঠে মনে শত শত,
কত ভাবিছেন মনে জয় ভুপ আজ,
মনে জয়-ভুপ আজ।
বিচার করেন পরে, কিরূপে যাবেন ঘরে,
ভুপতির বেশে কিম্বা ধরি ছদ্মসাজ,
কিম্বা ধরি ছদ্ম সাজ।

পুলকিত মন সুখ আশাতে মগন,
সুখ আশাতে মগন।
বামন হইয়া হাতে পেলেন গগন,
হাতে পেলেন গগন।
প্রেমের প্রতিমা জায়া, দেখি জুড়াইব কায়া,

ভাবিলেন মন সাধে মনে অনুক্ষণ,

সাধে মনে অনুক্ষণ !

অপরূপ গুণযুতা, দেখিব প্রমদা সুতা

দুর করি দিব যত বিরহ বেদন,

যত বিরহ বেদন ।

শমন ভবন সম ঘোর অন্ধতম,

সম ঘোর অন্ধতম ।

কিরীট দ্বীপেতে সেই ব্যূহ অনুপম,

সেই * ব্যূহ অনুপম ।

যথায় এখিনা পতি, থিসিয়ুস মহামতি,

বলে বলে ব্যূহ ভেদি হইল নির্গম,

ভেদি হইল নির্গম ।

কোথা তার প্রাণ যায়, কোথা সে আনন্দ হায়,

ভার্য্যা লাভ করে অতি যতনে পরম,

অতি যতনে পরম ।

---

* গ্রীশ দেশের অন্তঃপাতী ক্রীট দ্বীপে অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মাইনস নামক প্রবল প্রতাপ এক নরপতি ছিলেন ; কনসাস নগরী তাঁহার রাজধানী । প্রবাদ আছে মাইনস এবং রেডেমেন্থাস উভয় ভ্রাতা কিনিষ্ঠদুহিতা ইউরোপার গর্ব্ভে, জুপিটরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন । দেবদেব জুপিটর ইউরোপার যৌবনসুলভ অলৌকিকলাবণ্য দর্শনে

সেইরূপ জয় ভুপ কোথা প্রাণ যায়,
ভুপ কোথা প্রাণ যায়।
কোথা ভার্য্যা কাছে যান পুলকিত কায়,
যান পুলকিত কায়।
প্রেমশিখা বলবতী, তেই ভুপ জয় পতি,
আশায় আশায় অতি ত্বরা গতি ধায়,
অতিত্বরা গতি ধায়।
কিন্তু যবে বাটী যান, অমনি দেখিতে পান,
শবময় পুরী যেন যম পুরী প্রায়,
যেন যম পুরী প্রায়।

একেবারে মোহিত হইলেন, কি করেন অগত্যা বৃষ রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া যুগপৎ ক্রীট দ্বীপে আসেন। এই ঘটনাতে, এই ইউরোপা হইতে বর্ত্তমান ইউরোপ খণ্ডের নাম ইউরোপ হইল। এমন কিম্বদন্তী আছে, মাইনসপুত্র এণ্ড্রুগাস এথেন্সের কোন এক উৎসবে মল্ল যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন, ক্রীটরাজ মাইনস এই ঘটনাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পিতা জুপিটরকে সহায় করিয়া এথিনা নগর একেবারে লণ্ড ভণ্ড করিলেন। কি করে নিরুপায় এথিনিয়ানেরা অগত্যা সন্ধি স্বীকার করে সুতরাং সন্ধি সূত্র মতে প্রত্যেক নবম বর্ষে অনতি বয়স্ক সাত জন যুবা ও সাত জন যুবতী কনসাসে প্রেরণ করিতে লাগিল। অন্ধকারময়, অলক্ষিত নির্গম পথে

শোকেতে আকুল জয় করে হায় হায়,
জয় করে হায় হায়।
ধরাতে লুটিছে তাঁর সুকোমল কায়,
তাঁর সুকোমল কায়।
এমন বিপদ কালে, ধরি তোলে মহীপালে,
মন দুখ বলে হেন নাহি দেখে কায়,
হেন নাহি দেখে কায়।
যাহারা নিকটে ছিল, ভয়ে তারা পলাইল।

ক্রীটরাজের একটী ব্যূহ ছিল। প্রসিদ্ধ শিল্পী ডেডেলাস উহার নির্ম্মাতা। ভীষণাকার, কৃতান্ত স্বরূপা মাইনটার নামা একটা বিকটাকার রাক্ষসী ঐ ব্যূহ মধ্যে বাস করিত। ক্রীট রাজ নিঃসহায় সেই চোদ্দ জনকে ব্যূহ মাঝে ছাড়িয়া দিতেন, গতিকে এই রাক্ষসীর উদর ভুক্ত হইত। মহাবল পরাক্রান্ত এথিনাপতি থিসিয়ুস এই অবস্থাতে কননাস নগরে নীত হয়েন। তাঁহার বল, বীর্য্য, রূপ, মাধুর্য্য সকলই অলৌকিক ছিল, সুতরাং আড়িআড্নি নামা মাইনস দুহিতার চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। মাইনস দুহিতা তাহাকে এক খানা তরবারি দেন, এই বলে মাইনটারকে বিনাশ করেন এবং একটী সূত্র পিণ্ড দেন (ক্লু) এই ছলে ব্যূহ হইতে নির্গত হয়েন। পরে তিনি সেই আড়িআড্নিকে বিবাহ করেন।

মনে ভাবি রাজা পাছে বিপদ ঘটায়,
পাছে বিপদ ঘটায়

বিলাপ করেন জয় নানারূপে কত,
জয় নানা রূপে কত।
বিচরি দেখেন পুরী সব শূন্যময়,
পুরী সব শূন্যময়।
বসি শোকে ধরাসনে, ভাবিছেন মনে মনে,
কোথা বন্ধুগণ গেল কোথা লোক চয়,
গেল কোথা লোক চয়;
ভাবি চিন্তি নানামত, অহেনিয়া শত শত,
কিছুই বরিতে ভূপ নারেন নিশ্চয়,
ভূপ নারেন নিশ্চয়।

হেন কালে আসে তথা লোক চারি জন,
তথা লোক চারি জন।
তাহারা বলিল ভূপে সব বিবরণ,
ভূপে সব বিবরণ।
ক্ষমায় সাগর জয়, ক্ষমাতে ধরম বয়,
তেঁই করিলেন সেই মন্ত্রিকে মার্জ্জন,
সেই মন্ত্রিকে মার্জ্জন।
হায় কিবা শোকাবহ সেই চারি জন সহ

অন্ত্যেষ্টি বিহিত ক্রিয়া করেন সুজন,
ক্রিয়া করেন সুজন।

প্রমদা প্রমদে করি একত্র দহন,
করি একত্র দহন।
পড়িলেন ক্রমে সব যত সখিগণ,
সব যত সখিগণ।
ভূপতি মিনতি-স্বরে বলেন সে চারি নরে,
ধর প্রিয়গণ ধর আমার বচন,
ধর আমার বচন।
বলিহে বিনয় করি, আমার বচন ধরি
করিও অবশ্য সবে এ কাণ্ড সাধন,
সবে একাজ সাধন।

প্রমদ প্রমদা মোর প্রিয়তম ধন,
মোর প্রিয়তম ধন।
বিকাশি বিশুদ্ধ প্রেম ত্যজিল জীবন,
প্রেমে ত্যজিল জীবন।
বলি সবে যোড় করে, এদের আলাদা পরে,
কীর্ত্তি স্তম্ভ দিও এক করিয়া যতন,
এক করিয়া যতন।
করি অতি সুরচন, বলিলাম যে বচন,

লিখিও লিখিও তাতে দিয়ে সুবরণ,
তাতে দিয়ে সুবরণ।

এই বাণী বলি জয় পড়েন ধরায়।
সমলিন মুখ ইন্দু, স্বেদ জল বিন্দু বিন্দু
প্রকাশ পাইছে গায় কিবা রূপ তায়।
শোভাপায় যেন দেহ, মুকুতা মালায়,
হায় মুকুতা মালায়।

সুকোমল ফেননিভ শয়নে যাহার।
করি কত সুযতন, করি কত আকিঞ্চন,
ধরিয়াছে হৃদ পরে কতবা মাথায়।
সেই ধরা পতি আজ পড়িয়া ধরায়,
হায় পড়িয়া ধরায়।

দাসীগণ অনুক্ষণ সেবিত যে পায়।
সুগন্ধি চন্দন করি, কতবা সুরাগ পরি,
কতবা সুবাসে শোভা পেত সেই কায়।
সেই ধরাপতি আজ, পড়িয়া ধরায়,
হায় পড়িয়া ধরায়।

যাঁহার প্রতাপভয়ে সব জন্তু প্রায়।
আসিতে যাঁহার কাছে, ভয়ে সব থাকে পাছে,

হায় হায় সেই পায় পিপীলিকা যায়।
সেই ধরা পতি আজ, পড়িয়া ধরায়,
হায় পড়িয়া ধরায়।

কিছু কাল গতে উঠি বসিলেন জয়।
উপদেশ গোটাকত, দিতে যথাযোগ্য মত,
আনিলেন মন্ত্রীখলে করি অনুনয়।
বহু সমাদরে তার, করে ধরি কয়,
জয় করে ধরি কয়।

এস এস বন্ধু বর কেন কর ভয়।
কেনহে মলিন মুখ, কেনহে মানসে দুখ,
কেনহে সভয় চিত কেন শোকময়।
শুন শুন মোর বাণী, পাইবে অভয়,
তুমি পাইবে অভয়।

সুখের আধার মন মনে সুখ রয়।
পুণ্যেতে জনমে সুখ, যে দেখেছে পুণ্য মুখ,
নিশ্চয় সেজন সুখী নিশ্চয় নিশ্চয়।
তেঁই ঈশ প্রেমে সুখ, অবিরত বয়,
সুখ অবিরত বয়।

কিন্তু তুমি বাহ্যে সুখ করেছ স্থাপন।

তেঁই পাতি কুট ছল,   তেঁই ধরি হীন বল,
নাশিয়াছ তেঁই যত রাজ পরিক্রম।
জনমে কি সুখ কভু,   যথা ভীত মন,
হায় যথা ভীত মন;

আশায় সেবিত এবে কোথা সেই সুখ।
কুকাজ করিছ বলি,   সদা আছ হীনবলী,
কাঁপিতেছ তেঁই সদা বিমলিনমুখ।
এই দেখ ধড় ফড়,   করে তব বুক,
ভয়ে করে তব বুক।

যদিও সাজে না কভু মানবে কুকাজ।
যাক সেই তবু মানি,   যদি হইতে পার মানী,
যদি হইতে পার সুখী প্রজার সমাজ।
নেও নেও এই নেও,   পর রাজ সাজ,
তুমি পর রাজ সাজ।

হায় কিছু জান নারে তুমি অল্পমতি।
আছে হেন এক জন,   তোমাকে যে অনুক্ষণ
স্মরণ করায়ে নায় দিবে দুখ অতি।
বল ফল কি হইবে,   হইলে ধরাপতি,
তুমি হইলে ধরাপতি।

বিশেষ অবস্থা মোর দেখ না বিচারি।
কোথা সেই সুখ আর, কোথা সেই রাজ ভার
কোথা সেই অনুপম রাজপদ তারি।
যাহা দেখি তব মন, মত্ত দুরাচারী,
এত মত্ত দুরাচারী।

কুটিলের খল বাণে সকলি বিনাশ।
গিয়েছে সকল আশা, এবে সব শোক বাসা
আছে আছে তাল সব তোমাতে প্রকাশ।
জানি শুনি তবু কেন, ইহাতে প্রয়াস,
হায় ইহাতে প্রয়াস।

বিবেক বিহীন পাপমতি জনগণ।
হরি আনে পর ধন, করে পাপ অগণন
ভাবে না ভাবে না হায় কিঞ্চিৎ কারণ।
তাহাদের মত খল, আছে শত জন,
কত আছে শত জন।

বাহিরের সুখ দেখি করে ধড় ফড়।
দেখ না দেখ না হায়, কত দুখ আছে তায়
কত দুখ আছে সেই সুখে দুখ কর।
বটে বটে দূর হৈতে, দেখে মনোহর,
[illegible] মনোহর।

গোলাব শয়ন অতি কোমল সুখদ।
শুইবারে তার পরে, সকলে বাসনা করে
সকলি ভাবেন তাহা পূরিতে প্রমদ।
কিন্তু তার নীচে, কাঁটা বড়ই দুখদ,
হায় বড়ই দুখদ।

সকলে পাইতে মণি করেন যতন।
ধরা ধামে যত জন, করে তার অন্বেষণ
সবে মত্ত তার তরে করে বিচরণ।
কিন্তু কাল শিরে বাস, করে সেই ধন,
সদা করে সেই ধন।

আহা নাথ! কি ছিলেম, কি হলেম হায়।
স্মরিতে সে সব কাজ, শুন ওহে বিশ্বরাজ
দেহ জ্বলে যায় মম মন জ্বলে যায়।
তোমা বিনে মন দুখ বলি আর কায়,
আমি বলি আর কায়।

মত্ত তায় কি ঘটায় জানিলাম সার।
মত্ততায় মাতি সব, এই মত পড়ি শব,
আমিও বহিব নাথ মত্ততার ভার।
ছাড়িব ছাড়িব এই, দেহ ভার ছার,
এই দেহ ভার ছার।

কোথা ধরাপতি, কোথা রহি শোক তার।
কোথা সুখ আশা ভাতি, কোথায় বিরহ রাতি
জলে হৃদে অনিবার করি হাহাকার।
সব মিছা নাথ সব, ভোজ বাজি প্রায়,
মিছা ভোজ বাজি প্রায়।

দেখ নাথ ধরা ধামে কতই স্বভাব।
কেহ পরহিত করে, কেহ পর সুখ হরে,
অবাক্ হলেম দেখি অবনির ভাব
নাশিলে পরের সুখ, ঘুচে কি অভাব,
নাথ ঘুচে কি অভাব।

অমনি অনল এক জ্বালেন নরেশ।
প্রেয়সীকে বুকে করি, মুখে ঈশ নামধরি,
অনলে অভীত মনে করেন প্রবেশ।
সহচরগণ সবে, ডাকে পরমেশ,
সবে ডাকে পরমেশ।

ঘটনা অদ্ভুত পূর্ব্ব করি দরশন।
ছাড়িল অমনি মন্ত্রী হীন আচরণ॥
ফুটিল অমনি তার বিবেক নয়ন।
পরমেশ প্রেমে মন্ত্র হইল মগন॥
গেল দূরে ছিল যত মানস বিকার।
জনমে বিষয় সুখে বিদ্বেষ অপার॥

অমনি ভকতি ভাবে লীন করি মন।
স্মরিয়া বিগত রীতি করেন রোদন ॥
ওহে জগদীশ আমি পাপী দুরাশয়।
মোহ বশে পাপ রসে দিন করি লয় ॥
ধিক সেই জন ধিক তাহার জীবন।
না লয় যে জন নাথ তোমার শরণ ॥
ধিক বিষয়ের খেলা ধিক ভবরস।
ধিক নাথ সেই, যেই সদা রিপুবশ ॥
যাতে নাই তব গুণ ধিক সেই গান।
যাতে নাই তব মান ধিক সেই তান ॥
যাতে নাই তব রাগ ধিক সেই সাজ।
যাতে নাই তব ভাব ধিক সেই কাজ ॥
যাতে নাই তব রূপ ধিক সেই ভুপ।
তব প্রেম সুধা বিনে সব বিষ কুপ ॥
কি কাজ কি কাজ নাথ ধরিয়া জীবন।
ছাড়িব ছাড়িব এই অনিত্য ভবন ॥
এই বলি জ্বালে এক অনল ভীষণ।
প্রবেশ করিল তাতে সহ পরিজন ॥
এদিগে সে চারি জন করি আয়োজন।
মঠ এক দেন অতি করিয়া যতন ॥
লিখেন তাহার গায়ে এই সুবচন।
হইল হইল যাহা নীচে প্রকটন ॥

প্রমদ প্রমদা এই প্রেম সুধাকর।
প্রকাশিল প্রেমতত্ত্ব অতি মনোহর ॥
অবতীর্ণ অবনিতে প্রেম রূপ ধরি ।
তেঁই গেল প্রেম রাগ সুবিস্তার করি ॥
জীবন বিহনে পঙ্ক যথায় ফাঁকর ।
বিদরিত বুক বিদরিত কলেবর ॥
প্রমদ প্রমদা সেই রূপে দুই জন ।
দোঁহার বিরহে দোঁহে ছাড়েন জীবন ।
প্রেম অভিলাষী আছ যত যুব জন ।
এস এস হেথা আসি কর বিলোকন ॥
কারে প্রেম বলে প্রেম কিরূপ আকার
দেখ দেখ আসি হেথা করিয়া বিচার ।
কখন করিতে প্রেম যদি হয় মন ।
কর কর মন সবে দেখিছ যেমন ॥
বটে বটে প্রেম রাগ বড় রমণীয় ।
নহে নহে কিন্তু সকলের বরণীয় ॥

সমাপ্ত ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

মূল্য একটাকা [illegible] আনা মাত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৯	জয়পুর	জয়পুর
৪	২১	সুমলিন	মমলিন
৮	৪	কালকাল	ফণাকাল
১৩	১৪	রাজপুরি	রাজপুরে
২২	৮	সুখেদুখে	সুখে মুখে
২৪	৭	বিচারে	বিচার
২৬	৫	একি	ইকি
২৬	১২	অবগত	অবনত
৩৪	১১	মা	না
৩৫	৭	ঘন ঘন প্রভাকরে	ঘন ক্ষণ প্রভাকরে
৩৫	১৬	আসি	অসী
৩৮	২	কল	ফল
৪৬	১২	ঈশ	ঈশে
৪৮	১৩	তাই	চাই
৪৮	১৫	মনে	বিচার
৪৯	১৮	হইবে	বিষম
৫২	১৫	অয়ীকাল	অয়েকাল
৫৩	১৪	বচনে	বচন
৫৩	১৭	মন	ঘন
৫৪	৭	নীরস	নিরস
৫৪	২০	অম্ভুত	অদ্ভুত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৭	২	মনে	যান
৫৭	১৭	অসি	আসি
৫৯	১	ঘোরে	ঘরে
৬০	১২	যতন যতনে	যতন যাতনে
৬২	৬	মন	যম
৬৩	১১	ঘোর	ভোর
৬৩	১৬	বলে	বাল
৬৪	২১	আঁখি	হায়
৬৫	৯	আয়	আরে
৬৬	৫	বামামারে	বামাযারে
৬৬	১৮	ঘুনিবারে	ঘুষিবারে
৬৭	৬	কন্তু	
৬৯	২০	মিনাক্ষি	মীনাক্ষী
৭০	৫	অখিল	ইন্দ্রিয়
৭০	১৭	নাথ	নাথে
৭০	২২	সুখ	মুখ
৭২	৬	প্রথয়	প্রখরে
৭৩	১৮	মন	মম
৮০	৬	এসবন বিচরণ।	এস শুন বিবরণ
৮১	৮	ছাড় ছাড়	ছাড় ছল
৯৮	১০	তুলিয়াছ	ভুলিয়াছ
১১০	১	মন	ঘন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৪	৩	মনে	মনে
১০৭	২	নাহি পারি	না পারি
১০৭	১২	দিব	দিছু
১০৯	৪	থাক	যাক
১১২	৩	গাঙ্ক	[illegible]
১১২	৪	মাজ	[illegible]
১১২	১৮	দোষ	দোষী
১১৩	১২	করাও	কাঁদিতে
১১৫	১১	জোড়ে	যোড়ে
১১৫	১৫	নিকার	শিকরে
১১৬	৩	অসভ্য	অসভ্য
১১৮	১৮	বাঁধিতে	রোধিতে
১২০	১৫	প্রমাদ	প্রমদে
১২৪	১৩	হল	ছল
১২৪	১৫	কলাকল	ক্রমাগত
১২৫	৭	হল	ছল
১২৬	৩	বমণীর	রমণীর
১২৬	৮	বিশ্ব	বিম্ব
১২৭	৩	মরাল	অতেব
১২৭	১০	জলে	[illegible]
১২৮	৫	তাপিত	তাপিতে
১২৮	৭	বটে	বট

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৯	৫	আশয়ে	আশায়
১২৯	১৪	প্রাণে	প্রাণ
১৩০	১২	কাননে	কানন
১৩০	২১	প্রণ	প্রাণ
১৩১	৬	পুরেস্তাব	ছারভার
১৩১	৭	রহিব	বহিব
১৩১	২০	যবে	যবে
১৩৩	১	কীল	থাম
১৩৪	১৫	চাপ	বাপ
১৩৬	১৫	গেছ	গেছে
১৩৮	১	ভাবিলেন	ভাবিছেন
১৩৮	২০	কিনিস্ক	কিনিস্ক
১৩৯	২৩	পথে	পথ
১৪০	১৭	আরিঅভি	আরিআড়ি
১৪১	৩	জয়	কত
১৪১	৩	কত	জয়
১৪১	৪	কত	জয়
১৪২	৫	পড়িলেন	গুড়িলেন
১৪৩	৮	যাহার	যাহায়
১৪৫	[illegible]	আশায়	আশীর
১৪৫	[illegible]	কায়	কাজ
[illegible]	[illegible]	কাল	ফণী
[illegible]	[illegible]	[illegible]	বান